চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা

বাংলাদেশ এর জাতীয় প্রতীক গ্রহণ করা হয় ১৯৭১ সালে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে। বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের কেন্দ্রে রয়েছে পানিতে ভাসমান একটি শাপলা ফুল যা বাংলাদেশের জাতীয় ফুল। শাপলা ফুলটিকে বেষ্টন করে আছে ধানের দুটি শীষ। চূড়ান্ত পাটগাছের পরস্পরযুক্ত তিনটি পাতা এবং পাতার উভয় পার্শ্বে দুটি করে মোট চারটি তারকা। চারটি তারকা চিহ্ন দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। পানি, ধান ও পাট প্রতীক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়েছে বাংলাদেশের নিসর্গ ও অর্থনীতি। এ তিনটি উপাদানের উপর স্থাপিত জলজ প্রস্ফুটিত শাপলা হলো অঙ্গীকার, সৌন্দর্য ও সুরুচির প্রতীক। তারকাগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে জাতির লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

শিক্ষার্থীরা যা জানবে–

- বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিকের অবস্থান ও সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।
- গণতান্ত্রিক আচরণ শিখ ও তা প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হও।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

রাষ্ট্র ও সরকার : 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার' এ দুটি অনেক সময় সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এটি সার্বভৌম বা সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। আর সরকার রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের (জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব) মধ্যে একটি উপাদান মাত্র। পৃথিবীর সব রাষ্ট্র একই উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হলেও সব রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা এক ধরনের নয়।

রাষ্ট্রের ধরন : সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা না থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই ধরনের হয়। যেমন : পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই ধরনের হয়। যথা : এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র। উত্তরাধিকারের সূত্রের ভিত্তিতে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা রাজতন্ত্রও দুই ধরনের। যথা : নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। আর উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র : যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। গণতন্ত্র বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা।

সরকারের ধরন : আধুনিককালে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকার দুই প্রকার। যেমন : এককেন্দ্রিক সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার পদ্ধতি আবার দুই রকমের। যথা : সংসদীয় সরকার ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি?**
ক সমাজতান্ত্রিক খ পুঁজিবাদী গ রাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক

২. **ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকারী রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি?**
● গণতান্ত্রিক খ পুঁজিবাদী গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক

৩. **গণতন্ত্রকে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা বলা হয়। কারণ এখানে শাসকগণ–**
i. জনগণের নিকট দায়ী থাকে ii. জনস্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে
iii. সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের ছকটি পর্যবেক্ষণ করে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' দেশের সরকারব্যবস্থা

X–ইউনিট	Y–ইউনিট
১। সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী	১। X ইউনিটের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে
২। দেশ পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান	২। নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়ন করে
৩। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে ক্ষমতা বণ্টন	৩। X ইউনিটের নিয়ন্ত্রণে থাকে

৪. **'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান?**
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় ● এককেন্দ্রিক গ সমাজতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক

৫. **উক্ত সরকার ব্যবস্থায়–**
i. 'Y' ইউনিটটি আঞ্চলিক সরকার হিসেবে কাজ করে
ii. 'X' ইউনিটটি 'Y' ইউনিটের ক্ষমতা ফিরিয়ে নিতে পারে
iii. 'X' ইউনিটটি 'ক' রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা ও জনমত

দুটি রাষ্ট্রের সরকারের ক্ষমতার ধারা :

('ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার দুটি ইউনিটের কাজ)

'X' ব্যক্তি জনগণের ভোটে নির্বাচিত 'ক' রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। তিনি আইনসভার সদস্য নন। তাঁর সরকারব্যবস্থায় দলের চাইতে জাতীয় স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পায়।	'Y' ব্যক্তির দল জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় 'খ' রাষ্ট্রের সরকার গঠন করে। 'Y' ব্যক্তি এবং তাঁর দল আইনসভায় বিভিন্ন দল–মতের প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন আইন পাস করেন।

ক. উত্তরাধিকার সূত্রে গঠিত সরকারব্যবস্থার নাম কী?
খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কী? ব্যাখ্যা কর।
গ. 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়– উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তরাধিকার সূত্রে গঠিত সরকারব্যবস্থার নাম হলো রাজতন্ত্র।

খ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির ওপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পুঁজিবাদী।

গ 'ক' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যৰ ভোটে নির্বাচিত। এ ব্যবস্থায় তিনি দেশের প্রকৃত শাসক ও সরকার প্রধান। তিনি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর মন্ত্রীদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তারা তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ। রাষ্ট্রের কোনো কাজে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের পরামর্শ নিতেও পারেন আবার না–ও পারেন। তিনি একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতিকে তার মেয়াদকালীন অভিশংসন ছাড়া ৰমতাচ্যুত করা যায় না। তিনি তার কাজের জন্য মন্ত্রিসভার নিকট দায়বদ্ধ থাকেন না। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি দলের চেয়ে জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করাকে গুরবত্ব দেন। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় ছকে 'ক' রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে বলা হয়েছে 'Y' ব্যক্তির দল জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় 'খ' রাষ্ট্রের সরকার গঠন করে। যা সংসদীয় সরকারব্যবস্থার ধারণার সাথে মিলে যায়। গণতান্ত্রিক এ শাসনব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল সরকার ও মন্ত্রিসভা গঠন করেন। উদ্দীপকে 'Y' ব্যক্তির দলও অনুরূ পভাবে নির্বাচিত। এ সরকার ব্যবস্থায় দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি হন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দলের গুরবত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রীগণ সাধারণ আইন পরিষদ বা সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হন। তাই এ সরকারকে বলা হয় সংসদীয় বা পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার। সংসদীয় সরকারে আইনসভা সার্বভৌম ৰমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। তাই আইনসভায় বিভিন্ন দল–মতের প্রাধান্য দিয়ে জনগণের কল্যাণার্থে আইন প্রণয়ন করা হয়। উদ্দীপকে 'Y' ব্যক্তি এবং তার দল ও বিভিন্ন দল–মতের প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন আইন পাস করেন। এভাবে জনমতের প্রাধান্য দিয়ে সংসদীয় সরকার হয়ে ওঠে দায়িত্বশীল সরকার। এতে ৰমতাসীন ও বিরোধী দল উভয়ই তাদের কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকে। অর্থাৎ সংসদীয় সরকার জনমতের দ্বারা পরিচালিত হয়। জনমতকে অনুকূলে রাখার জন্য তাই সরকারি ও বিরোধী দল সবসময় তৎপর থাকে। সংসদে বিতর্ক হয়। এতে জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়। পরবর্তী নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলন ঘটে এবং পূর্বতন সরকারের পতনও ঘটতে পারে। তাই আমি মনে করি সংসদীয় সরকারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক এবং জনমতই এখানে সরকার গঠন থেকে শুরব করে সরকারের সব কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়। এ প্রেৰিতে উক্তিটি যথার্থ যে, 'খ' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য লৰ করা যায়।

প্রশ্ন– ২ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা

'A' রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আকৃতি খুব ছোট হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার শিৰা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও কৃষি ৰেত্রের দ্রবত উন্নয়ন সাধন করে। উক্ত রাষ্ট্রের স্তরে স্তরে অনেক কর্মকর্তা–কর্মচারী নেই বলে অর্থনৈতিক খরচ অনেক কম। অন্যদিকে 'B' রাষ্ট্রের অঞ্চলগুলো অভ্যন্তরীণ ৰেত্রে স্বাধীন বলে আঞ্চলিক নেতৃত্ব গঠন করে স্থানীয় পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। ফলে এ রাষ্ট্রের সরকারের উচ্চস্তরে কাজের চাপ অনেক কমে যায়।

ক. একদলের শাসন কায়েম হয় কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়?
খ. উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা কর।
গ. 'A' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার ধরনটি ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক– বিশেৱষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় একদলের শাসন কায়েম হয়।

খ উত্তরাধিকার সূত্রে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে রাজার ছেলে বা মেয়ে রাজা বা রানি হয়ে থাকে। রাজতন্ত্র দুই ধরনের। যথা : নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি রাষ্ট্রের সর্বময় ৰমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। এতে জনগণের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার ধরনটি এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা। যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সব ৰমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন সরল প্রকৃতির। এতে কেন্দ্রের হাতে সব ৰমতা ন্যস্ত থাকে। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৰমতা বণ্টনের কোনো ঝামেলা নেই। কেন্দ্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সহজেই তা সমগ্র দেশে বাস্তবায়ন করা যায়। এককেন্দ্রিক সরকার ভৌগোলিক দিক দিয়ে অপেৰাকৃত ছোট ও অভিন্ন কৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী। যেমন : বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রটিও ভৌগোলিক আকৃতিতে খুব ছোট। এ ধরনের রাষ্ট্রে কোনো আঞ্চলিক সরকারের সাথে পরামর্শ বা আঞ্চলিক স্বার্থ বিবেচনার দরকার হয় না বলে এককেন্দ্রিক সরকারের পৰে দ্রবত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনো জটিলতা তৈরি হয় না। উদ্দীপকেও দেখা যায় 'A' রাষ্ট্রে শিৰা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ও কৃষিৰেত্রে দ্রবত উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা এককেন্দ্রিক যা ৰমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে গঠিত সরকারের একটি ধরন, যার স্বরূ প উপরের বর্ণনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঘ 'B' রাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য পরিলৰিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র বা প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। এ ধরনের সরকার ৰমতা বণ্টনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ৰমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ৰমতার অধিকারী হয় এবং স্ব স্ব ৰেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা বজায় রেখে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। এতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেগুলোকে লালন করা হয়। এতে আঞ্চলিক সরকার সহজেই অঞ্চলের সমস্যাগুলো বুঝতে এবং চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে। উদ্দীপকে 'B' রাষ্ট্রের ৰেত্রেও তা দেখা যায়। এতে উক্ত অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছা এবং যুক্তি প্রাধান্য পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি বা জোর করে কিছু করার সুযোগ নেই। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কমে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণ দুটি সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং দুপক্ষের আইন ও আদেশ মেনে চলে। ফলে জনগণ রাজনৈতিকভাবে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। এ ধরনের ব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে খুবই সহায়ক। পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, 'B' রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা স্থানীয়

নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক– উক্তিটি যথার্থ।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কোনটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র? [স. বো. '১৬]
ক ভারত খ যুক্তরাষ্ট্র গ যুক্তরাজ্য ● চীন

২. কোন শাসন ব্যবস্থায় মাথা গণনা করা হয়, মেধার বিচার করা হয় না? [স. বো. '১৬]
ক সমাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ একনায়কতান্ত্রিক

৩. এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য কোনটি? [স. বো. '১৬]
● জাতীয় ঐক্যের প্রতীক খ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কম
গ আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান সহজ ঘ বড় রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী

৪. 'এক দেশের এক নেতা'– এটি কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আদর্শ? [স. বো. '১৬]
ক গণতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ● একনায়কতান্ত্রিক

৫. 'এক জাতি, একদেশ, একনেতা'– কোন শাসনব্যবস্থার আদর্শ? [স. বো. '১৫]
ক গণতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ পুঁজিবাদী ● একনায়কতান্ত্রিক

৬. ক্ষমতা বণ্টন নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়? [স. বো. '১৫]
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৭. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে কোন দেশে? [স. বো. '১৫]
ক যুক্তরাজ্য খ বাংলাদেশ গ জাপান ● কানাডা

৮. রাষ্ট্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান কোনটি? [স. বো. '১৫]
ক জনসমষ্টি খ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড গ সরকার ● সার্বভৌমত্ব

৯. যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের সকল জনগণের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে কী বলে? [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র খ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র
গ স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ● গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

১০. রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
ক ১ খ ২ গ ৩ ● ৪

১১. কোনটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র?
[দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীবাজার]
ক বাংলাদেশ খ ব্রিটেন গ ভারত ● কিউবা

১২. কোন অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের মতপ্রকাশের সুযোগ থাকে না? [নেত্রকোনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● সমাজতান্ত্রিক খ একনায়কতান্ত্রিক
গ গণতান্ত্রিক ঘ এককেন্দ্রিক

১৩. ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা কোনটি?
[বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক সমাজতান্ত্রিক খ পুঁজিবাদী গ রাজতান্ত্রিক
● গণতান্ত্রিক

১৪. এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত এই চার ধরনের সরকারকে কোন নামে অভিহিত করা যায়?
[সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর]
ক সমাজতান্ত্রিক সরকার ● গণতান্ত্রিক সরকার
গ প্রজাতান্ত্রিক সরকার ঘ স্বৈরাচারী সরকার

১৫. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গুণ বলতে কোনটি নির্দেশ করা হয়?
[আল–আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]
ক সংখ্যার ওপর গুরুত্ব ● দায়িত্বশীল শাসন
গ দলীয় শাসন ব্যবস্থা ঘ ঘনঘন নীতির পরিবর্তন

১৬. কীভাবে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
● ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন ঘটলে
খ গণমাধ্যম পক্ষপাতিত্ব করলে
গ বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনার প্রভাবে
ঘ চাপ সৃষ্টিকারী গ্রুপ কঠোর অবস্থান নিলে

১৭. যুক্তরাষ্ট্র বলতে কীরূপ রাষ্ট্রকে বোঝায়?
[দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মৌলভীবাজার]
● একাধিক রাষ্ট্র মিলে একটি রাষ্ট্র
খ একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সরকার
গ একটি রাষ্ট্র বহু অংশে বিভক্ত হওয়া
ঘ একটি রাষ্ট্রে বহুজাতি বাস করা

১৮. জনাব 'ক' সাহেবের দেশে একাধিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের উপস্থিতি রয়েছে। উক্ত দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন কোনটি?
[মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
ক পুঁজিবাদী খ সমাজতান্ত্রিক
গ রাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক

১৯. একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী শাসন বলা হয় কেন?
[বাজিতপুর রাজ্জাকুন্নেছা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]
● জবাবদিহিতার অভাবে
খ মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা হয় বলে
গ সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের কারণে
ঘ বিশ্বশান্তির পরিপন্থী বলে

২০. ক্ষমতার বণ্টন নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কোন দু'ভাগে ভাগ করা যায়?
[রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক খ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র
● এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র ঘ সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত

২১. অভিশংসন বলতে কী বোঝায়? [সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর]
ক অপসারণ করা
খ স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থা
গ দলীয় মনোভাবের প্রতিফলন
● কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে অপসারণ করা

২২. সংসদীয় সরকার কী নামে পরিচিত? [সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]
ক গণতান্ত্রিক সরকার ● মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
গ রাষ্ট্রপতি প্রভাবিত সরকার ঘ নির্ভরশীল সরকার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো– [স. বো. '১৫]
i. ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি
ii. উৎপাদন ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা
iii. গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে ধরনের গুণ রয়েছে–
[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]
i. ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ
ii. দায়িত্বশীল শাসন
iii. সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫. একনায়কতন্ত্রে গণমাধ্যমগুলো কাজ করে– [এসবি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]

i. সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে
ii. নিরপেৰ ও স্বাধীনভাবে
iii. সরকারি দলের পৰে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দরকার– [নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

i. খাদ্যে ভর্তুকি প্রদান
ii. মহার্ঘ ভাতা প্রদান
iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' একটি নির্দিষ্ট ভূখÊ হওয়া সত্ত্বেও একটি বিষয়ের অনুপস্থিতির কারণে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত নয়। 'খ' নামক রাষ্ট্রটি প্রতিনিয়ত 'ক' অঞ্চলের ঘরবাড়ি ধ্বংস ও নাগরিকদের হত্যা করছে। [স. বো. '১৫]

২৭. 'ক' এর কোনটির অভাব রয়েছে?

ক জনসংখ্যা খ নির্দিষ্ট ভূখÊ গ সরকার ● সার্বভৌমত্ব

২৮. 'ক' এর এরূ প পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কী করতে হবে?

ক জনগণকে শিৰিত করতে হবে
খ জনসংখ্যা কমাতে হবে
● স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে
ঘ জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' একটি রাষ্ট্র। এতে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়। এখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। – [আল–আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]

২৯. উদ্দীপকে কোন ধরনের রাষ্ট্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক গণতান্ত্রিক খ পুঁজিবাদী
● সমাজতান্ত্রিক ঘ একনায়কতান্ত্রিক

৩০. উক্ত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো–

i. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না
ii. গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে
iii. বিরোধী মতকে সহ্য করা হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২৭

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১. রাষ্ট্র কেমন হতে পারে? (জ্ঞান)

● বিভিন্ন রকম খ কোনো রকম গ স্বাভাবিক ঘ সন্ত্রাসী

৩২. সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদার জন্য রাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা কেমন হয়? (অনুধাবন)

● বিভিন্ন প্রকৃতির খ কোনোরকম
গ অস্বাভাবিক ঘ একনায়কতান্ত্রিক

৩৩. রাষ্ট্র কী ধরনের প্রতিষ্ঠান? (জ্ঞান)

● রাজনৈতিক খ সামাজিক গ অর্থনৈতিক ঘ সাংস্কৃতিক

৩৪. রাষ্ট্রের উপাদান কোনটি? (জ্ঞান)

● সরকার খ রাষ্ট্রপ্রধান গ সংবিধান ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৩৫. রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কে রাষ্ট্র পরিচালনা করে? (জ্ঞান)

ক শাসক ● সরকার গ প্রেসিডেন্ট ঘ প্রধান বিচারপতি

৩৬. বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির হয় কেন? (অনুধাবন)

● সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদার জন্য
খ রাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতির জন্য
গ রাষ্ট্রের ধর্মীয় ভিন্নতার জন্য
ঘ রাষ্ট্রের সামরিক শক্তির জন্য

➲ রাষ্ট্র ও সরকার ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২৭

At a Glance

- রাষ্ট্র একটি– রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- রাষ্ট্রের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে– সরকার।
- রাষ্ট্র ও সরকার হতে পারে– বিভিন্ন রকম।
- রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদার বিভিন্নতার কারণে গড়ে উঠেছে– বিভিন্ন ধরনের সরকারব্যবস্থা।
- সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে– রাষ্ট্র ও সরকারের স্বরূপ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৭. 'রাষ্ট্র ও সরকার' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? (প্রয়োগ)

● সমার্থক খ বিপরীত গ পরিপূরক ঘ সংকীর্ণ

৩৮. 'রাষ্ট্র' ও 'সরকার'–এর ৰেত্রে প্রযোজ্য উক্তি কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)

ক প্রত্যয় দুটি সমার্থক ● প্রত্যয় দুটি মৌলিক
গ প্রত্যয় দুটি পরিপূরক ঘ প্রত্যয় দুটি সম্পূরক

৩৯. রাষ্ট্র কেমন ধরনের প্রতিষ্ঠান? (অনুধাবন)

● স্থায়ী খ অস্থায়ী গ বিমূর্ত ঘ খণ্ডকালীন

৪০. কোনটি সার্বভৌম বা সর্বোচ্চ ৰমতার অধিকারী? (অনুধাবন)

ক জনগণ খ আদালত
● রাষ্ট্র ঘ রাজনৈতিক দল

৪১. কোনটি রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান? (জ্ঞান)

ক আমলা খ রাজনৈতিক দল
গ নির্বাচন কমিশন ● সরকার

৪২. 'ক' হলো একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপাদান হলো চারটি। এখানে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক সমাজ খ সম্প্রদায় গ সরকার ● রাষ্ট্র

৪৩. সরকারের স্বরূ প পরিবর্তন হয় কেন? (উচ্চতর দৰতা)

● সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রৰার জন্য খ সরকারের আদর্শ স্থাপনের জন্য
গ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ঘ বিশ্বায়নের প্রভাবের জন্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৪. রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হচ্ছে– (অনুধাবন)

i. জনসংখ্যা ii. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
iii. সরকার ও সার্বভৌমত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৫. সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে– (অনুধাবন)

i. রাষ্ট্রের স্বরূ প ii. সরকারের স্বরূ প
iii. ধর্মীয় প্রথা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৬. রাষ্ট্র সম্পর্কে যথার্থ বক্তব্য হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)

i. রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান
ii. রাষ্ট্র সার্বভৌম বা সর্বোচ্চ ৰমতার অধিকারী
iii. রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৭. সীমিত অর্থে সরকার বলতে বোঝায়– (উচ্চতর দৰতা)

i. শাসন বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের
ii. রাষ্ট্রের সকল নাগরিককে
iii. আইন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও ii ঘ i, ii ও iii

➲ অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২৮

At a Glance

- অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র– দুই প্রকার।
- যে রাষ্ট্রে সম্পত্তির ওপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি থাকে তাকে বলে– পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।
- পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থা পরিচালিত হয়– অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।
- যে রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয় না তাকে বলে– সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা পরিচালিত হয়– রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে।
- সমাজতন্ত্রে সুযোগ থাকে না– বিরোধী মত প্রচারের।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৮. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র কয় প্রকার? (জ্ঞান)
● ২ ⓖ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

৪৯. ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত থাকে কোন অর্থব্যবস্থায়? (জ্ঞান)
● পুঁজিবাদী ⓖ সমাজতান্ত্রিক
ⓖ একনায়কতান্ত্রিক ⓘ গণতান্ত্রিক

৫০. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটি যৌক্তিক? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ সম্পদের সামাজিক মালিকানা ⓖ ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত
● ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি ⓘ ভোগের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ

৫১. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে উৎপাদনসমূহের উপাদান কয়টি? (জ্ঞান)
ⓚ দুই ⓖ তিন ● চার ⓘ পাঁচ

৫২. সিতার আজিজ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হলে তার সম্পর্কে কোনটি সঠিক হবে? (প্রয়োগ)
ⓚ ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি ● ব্যক্তি মালিকানার অনুপস্থিতি
ⓖ মূলধনের মালিকানা স্বত্ব ⓘ ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা

৫৩. উৎপাদনের উপাদানসমূহের ক্রম কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● ভূমি → শ্রম → মূলধন → সংগঠন
ⓖ ভূমি → শ্রম → মূলধন → সরকার
ⓖ ভূমি → শ্রম → মূলধন → জনগণ
ⓘ ভূমি → শ্রম → মূলধন → আইন সভা

৫৪. জনগণের সম্পত্তির ওপর কোন ধরনের রাষ্ট্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে না? (জ্ঞান)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ রাজতান্ত্রিক ⓖ গণতান্ত্রিক
● পুঁজিবাদী

৫৫. কোন রাষ্ট্রে উৎপাদনের মালিকানা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়? (অনুধাবন)
ⓚ চীন ⓖ কিউবা
● বাংলাদেশ ⓘ সোভিয়েত রাশিয়া

৫৬. কীসের মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন পরিচালিত হয়? (অনুধাবন)
ⓚ ব্যবস্থাপনার ● অবাধ প্রতিযোগিতার
ⓖ শ্রমের ⓘ মূলধনের

৫৭. জনাব আসলাম সাহেবের দেশে নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ নেই। সে দেশে নাগরিকগণ সম্পত্তির পূর্ণ ভোগের অধিকারপ্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে উক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন কোনটি? (প্রয়োগ)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ ইসলামিক ● পুঁজিবাদী ⓘ গণতান্ত্রিক

৫৮. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নাগরিকগণের সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে কেমন রূপ পরিলক্ষিত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ অনিয়ন্ত্রিত ⓖ স্বেচ্ছাচারী ● স্বাধীন ⓘ শৃঙ্খলিত

৫৯. বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র কোন ধরনের? (অনুধাবন)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ● পুঁজিবাদী ⓖ গণতান্ত্রিক ⓘ রাজতান্ত্রিক

৬০. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে? (জ্ঞান)
ⓚ পুঁজিবাদী ● সমাজতান্ত্রিক
ⓖ গণতান্ত্রিক ⓘ একনায়কতান্ত্রিক

৬১. কোন অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের? (জ্ঞান)
● সমাজতন্ত্র ⓖ পুঁজিবাদ ⓖ একনায়কতন্ত্র ⓘ গণতন্ত্র

৬২. উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সম্পাদিত হয় কোন সরকারব্যবস্থায়? (জ্ঞান)
ⓚ রাজনৈতিক ⓖ ধর্মতান্ত্রিক
● সমাজতান্ত্রিক ⓘ পুঁজিবাদী

৬৩. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রের বিপরীত হয়? (প্রয়োগ)
ⓚ গণতান্ত্রিক ● পুঁজিবাদী
ⓖ একনায়কতান্ত্রিক ⓘ স্বৈরতান্ত্রিক

৬৪. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত রাষ্ট্র কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ গণতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক
ⓖ জনকল্যাণমূলক ⓘ যুক্তরাষ্ট্রীয়

৬৫. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না? (জ্ঞান)
ⓚ পুঁজিবাদী ● সমাজতান্ত্রিক ⓖ গণতান্ত্রিক ⓘ স্বৈরতান্ত্রিক

৬৬. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় শুধু একটি দল বিদ্যমান থাকে? (জ্ঞান)
● সমাজতান্ত্রিক ⓖ ধনতান্ত্রিক ⓖ গণতান্ত্রিক
ⓘ রাজতান্ত্রিক

৬৭. গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে কোন শাসনব্যবস্থায়? (জ্ঞান)
ⓚ পুঁজিবাদী ⓖ গণতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক ⓘ যুক্তরাষ্ট্রীয়

৬৮. ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকার করা হয় কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়? (জ্ঞান)
ⓚ পুঁজিবাদী ⓖ ধনতান্ত্রিক ⓖ স্বৈরতান্ত্রিক ● সমাজতান্ত্রিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৯. সমাজতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি
ii. রাষ্ট্রীয় মালিকানা বলবৎ
iii. সরকার কর্তৃক প্রচার মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓖ i ও ii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭০. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. ব্যক্তি মালিকানা অস্বীকৃত রাষ্ট্রকে
ii. ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রাষ্ট্রীয় প্রভাব অনুপস্থিত এমন রাষ্ট্রকে
iii. উৎপাদনের উপকরণগুলোতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে এমন রাষ্ট্রকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭১. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. এটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে না
ii. একটি মাত্র রাজনৈতিক দল উপস্থিত থাকে
iii. জনগণ সম্পত্তি ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭২. উন্নয়নশীল দেশের জন্য পুঁজিবাদী সরকার অনুপযোগী– (প্রয়োগ)
i. উন্নত প্রযুক্তির অভাবে
ii. আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পারায়
iii. দেশীয় শিল্পের প্রতি যত্নবান না হওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৩. সমাজতান্ত্রিক সরকারে আইন পরিষদ কার্যত অক্ষম– (অনুধাবন)
i. ক্ষমতা দলীয় সরকারের কুক্ষিগত থাকায়
ii. দলীয় শৃঙ্খলার বাধ্যবাধকতায়
iii. আইন পরিষদের সদস্যবৃন্দ অযোগ্য হওয়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭৪. অর্থনৈতিক ভিত্তিতে রাষ্ট্র– (অনুধাবন)
i. পুঁজিবাদী ii. গণতান্ত্রিক
iii. সমাজতান্ত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জাহিদ যে দেশটির নাগরিক সেখানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল আছে। জাহিদ সম্পদের মালিকানা ভোগ করতে পারে না। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত।

৭৫. জাহিদ যে রাষ্ট্রে বসবাস করে তার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন ধরনের রাষ্ট্রের? (প্রয়োগ)
● সমাজতান্ত্রিক ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓖ পুঁজিবাদী ⓘ গণতান্ত্রিক

৭৬. জাহিদের দেশে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিরোধীদের মত প্রচারের সুযোগ নেই
ii. রাজনীতি অনুপস্থিত
iii. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ২৮

- ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্র– দুই প্রকার।
- যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে বলে– গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ স্বাধীনভাবে– মতামত প্রকাশ করতে পারে।
- এ ব্যবস্থায় শাসকগণ জনগণের নিকট দায়ী থাকে– জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে।
- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে– সবাই সমান।
- বর্তমান যুগে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা হলো– গণতন্ত্র।
- গণতন্ত্রের বাহন হচ্ছে– নির্বাচন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৭. ক্ষমতার উৎসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

৭৮. জনগণের সম্মতির ওপর কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত? (প্রয়োগ)
ⓚ একনায়কতান্ত্রিক ⓚ রাজতান্ত্রিক
● গণতান্ত্রিক ⓘ সমাজতান্ত্রিক

৭৯. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সকল জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে? (অনুধাবন)
● গণতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ রাজনৈতিক ⓘ পুঁজিবাদী

৮০. জনাব 'ক' সাহেবের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উক্ত দেশে প্রতিনিধি নির্বাচনে জনগণই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। 'ক' সাহেবের দেশে কোন সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓚ রাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক ⓘ পুঁজিবাদী

৮১. জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● গণতন্ত্র ⓚ একনায়কতন্ত্র ⓖ স্বৈরতন্ত্র ⓘ সমাজতন্ত্র

৮২. কোন রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনার সুযোগ থাকে? (জ্ঞান)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓚ একনায়কতান্ত্রিক
ⓖ পুঁজিবাদী ● গণতান্ত্রিক

৮৩. কোন রাষ্ট্রে সরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিবর্তন হয়? (জ্ঞান)
● গণতান্ত্রিক ⓚ পুঁজিবাদী
ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓘ একনায়কতান্ত্রিক

৮৪. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান থাকে? (জ্ঞান)
● গণতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক
ⓖ স্বৈরতান্ত্রিক ⓘ একনায়কতান্ত্রিক

৮৫. নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয় কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়? (জ্ঞান)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓚ একনায়কতান্ত্রিক
● গণতান্ত্রিক ⓘ পুঁজিবাদী

৮৬. নিচের কোনটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? (জ্ঞান)
ⓚ চীন ⓚ উত্তর কোরিয়া ● বাংলাদেশ ⓘ কিউবা

৮৭. ভারতে কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓚ একনায়কতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
ⓘ স্বৈরতান্ত্রিক

৮৮. পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
ⓖ স্বৈরতান্ত্রিক ⓘ একনায়কতান্ত্রিক

৮৯. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার গুণ কোনটি? (জ্ঞান)
● ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ ⓚ মিতব্যয়ী শাসনব্যবস্থা
ⓖ প্রতিবছর নির্বাচন ⓘ একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৯০. নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা কীভাবে প্রকাশ পায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
● স্বাধীন মতপ্রকাশের মাধ্যমে ⓚ আইনের প্রয়োগের দ্বারা
ⓖ সুষ্ঠু বিনোদনের মাধ্যমে ⓘ মিছিল অবরোধের মাধ্যমে

৯১. গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার কেমন? (প্রয়োগ)
ⓚ নিয়ন্ত্রণমূলক ⓚ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত
ⓖ আংশিক মতপ্রকাশযোগ্য ● অবাধ ও স্বাধীন

৯২. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কীভাবে সকল নাগরিক রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে? (অনুধাবন)
● নির্বাচনের মাধ্যমে ⓚ শক্তির মাধ্যমে
ⓖ রাজনীতির মাধ্যমে ⓘ কর্মসূচির মাধ্যমে

৯৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন গুণটি দেখা যায় বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা ● দায়িত্বশীল শাসন
ⓖ ঘনঘন নীতির পরিবর্তন ⓘ সংখ্যার ওপর গুরুত্ব

৯৪. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক কাদের নিকট দায়বদ্ধ থাকে? (জ্ঞান)
● জনগণের ⓚ সংসদের
ⓖ সুশীল সমাজের ⓘ মন্ত্রিপরিষদের

৯৫. গণতান্ত্রিক দেশে কীভাবে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে? (অনুধাবন)
ⓚ জনগণের ভোটদানের মাধ্যমে
ⓚ সুশীল সমাজ গঠনের দ্বারা
● জবাবদিহিতা ও জনস্বার্থমূলক কাজের দ্বারা
ⓘ সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে

৯৬. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার জনগণের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ সরকার হলো জনগণ
● জনগণ সরকার নির্বাচিত করে
ⓖ সরকার জনগণের ওপর নির্ভরশীল
ⓘ সরকার জনগণকে পরিচালনা করে

৯৭. গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন উক্তিটি প্রযোজ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
● এতে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়
ⓚ এতে যোগ্যতার বিবেচনাই মুখ্য
ⓖ এতে মিতব্যয়িতার চর্চা করা হয়
ⓘ এতে দলীয় স্বার্থ বিবেচ্য নয়

৯৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ ভোট লাভের আশায় ⓚ জনগণের ভয়ে
● সরকারের স্থায়িত্বের জন্য ⓘ বৈদেশিক সাহায্য লাভের আশায়

৯৯. গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী? (অনুধাবন)
● স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ⓚ অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতা
ⓖ কর্তব্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব ⓘ অধিকার, কর্তব্য ও সাম্য

১০০. 'X' দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ বা অধিকার ভোগ করে। উক্ত দেশের সরকার পদ্ধতির ধরন কোনটি? (প্রয়োগ)
● গণতান্ত্রিক ⓚ রাজতান্ত্রিক
ⓖ পুঁজিবাদী ⓘ সামরিক শাসন

১০১. প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারা যায় কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়? (অনুধাবন)
● গণতান্ত্রিক ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓖ স্বৈরতান্ত্রিক ⓘ রাজতান্ত্রিক

১০২. গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিতে কীভাবে সরকারের পরিবর্তন ঘটে? (প্রয়োগ)
● নির্বাচনের মাধ্যমে ⓚ বিপ্লবের মাধ্যমে

(গ) সংবিধানের মাধ্যমে (ঘ) সামরিক বাহিনীর মাধমে

১০৩. গণতান্ত্রিক দেশে স্বদেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হয় কেন? (উচ্চতর দৰতা)
● সকল নাগরিক রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে বলে
(খ) রাষ্ট্র নাগরিকের মানবাধিকার রৰা করে বলে
(গ) রাষ্ট্র নাগরিকের আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করে বলে
(ঘ) রাষ্ট্র বিশ্বায়নের সাথে সমন্বয় করে চলে বলে

১০৪. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ঘটে কেন? (জ্ঞান)
(ক) শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তিত হওয়ায়
(খ) দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করায়
● দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারায়
(ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উপকৃত হওয়ায়

১০৫. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা চুক্তি ও সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত?
(ক) সমাজতান্ত্রিক (খ) স্বৈরতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক (ঘ) রাজতান্ত্রিক

১০৬. কোন রাষ্ট্রে সকল জনগণ শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে? (জ্ঞান)
(ক) সমাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
(গ) পুঁজিবাদী (ঘ) একনায়কতান্ত্রিক

১০৭. জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় কীভাবে? (অনুধাবন)
(ক) পার্লামেন্ট অধিবেশন শুনে ● রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শুনে
(গ) টকশো দেখার মাধ্যমে (ঘ) সুশীল সমাজের মাধ্যমে

১০৮. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে? (জ্ঞান)
● গণতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক (গ) রাজতান্ত্রিক (ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক

১০৯. কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপরবের সম্ভাবনা কম? (অনুধাবন)
(ক) সমাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
(গ) একনায়কতান্ত্রিক (ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক

১১০. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কীভাবে জয়–পরাজয় নির্ধারিত হয়? (অনুধাবন)
● নির্বাচনের মাধ্যমে (খ) শক্তির মাধ্যমে
(গ) আইনের মাধ্যমে (ঘ) সংবিধানের মাধ্যমে

১১১. মাথা গণনা করা হয় কোন ধরনের রাষ্ট্রে? (অনুধাবন)
(ক) পুঁজিবাদী (খ) সমাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক (ঘ) একনায়কতান্ত্রিক

১১২. গণতান্ত্রিক দেশে কারা সরকার গঠন করতে সৰম হয়? (জ্ঞান)
(ক) সংখ্যালঘু দল ● সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল
(গ) ইসলামিক দল (ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক দল

১১৩. কোন ধরনের রাষ্ট্রের নির্বাচিত দল সর্বদা দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে? (অনুধাবন)
(ক) পুঁজিবাদী (খ) সমাজতান্ত্রিক
● গণতান্ত্রিক (ঘ) একনায়কতান্ত্রিক

১১৪. গণতান্ত্রিক দেশে কীভাবে গণঅসন্তোষ সৃষ্টি হতে দেখা যায়? (প্রয়োগ)
(ক) পুলিশের পাশবিকতা বৃদ্ধি পেলে
(খ) কর্মসংস্থানে কোটা পদ্ধতি গ্রহণ করলে
● বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বাধা প্রদানের মাধ্যমে
(ঘ) দলীয় স্বার্থ ও স্বজনপ্রীতির অভাবে

১১৫. গণতন্ত্রের ত্রবটি কোনটি? (জ্ঞান)
● ব্যয়বহুল পদ্ধতি (খ) রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি
(গ) সরকারের কার্যক্রমের প্রকাশ (ঘ) নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে জানা

১১৬. গণতন্ত্রে কীভাবে সরকার গঠন করা হয়? (অনুধাবন)
(ক) উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ● নির্বাচনের মাধ্যমে
(গ) আইনসভার মাধ্যমে (ঘ) সমতার মাধ্যমে

১১৭. নির্বাচনে প্রতিটি দল প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কারণ কী? (অনুধাবন)
(ক) নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ ● জনগণের সমর্থন আদায়
(গ) প্রভাব বিস্তার করা (ঘ) দৃষ্টি আকর্ষণ করা

১১৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন হয় কেন? (অনুধাবন)
(ক) মন্ত্রিসভা পতনের ফলে (খ) জনগণ ৰমতার উৎস বলে
● ঘনঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে (ঘ) নৈতিকতার অভাবে

১১৯. বর্তমান প্রচলিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা কোনটি? (প্রয়োগ)
(ক) সমাজতন্ত্র ● গণতন্ত্র (গ) রাজতন্ত্র (ঘ) একনায়কতন্ত্র

১২০. গণতন্ত্র কেমন ধরনের শাসনব্যবস্থা? (অনুধাবন)
(ক) জটিল (খ) কঠোর ● নমনীয় (ঘ) সহনীয়

১২১. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সফলতার গুরবত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দৰতা)
(ক) দৰ প্রশাসন (খ) একাধিক রাজনৈতিক দল
(গ) পরমতসহিষ্ণুতা ● গণতান্ত্রিক মনোভাব

১২২. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের মনোভাব কেমন হবে? (উচ্চতর দৰতা)
(ক) সংকীর্ণ (খ) প্রতিহিংসাপরায়ণ
● পরমতসহিষ্ণু (ঘ) একনিষ্ঠ

১২৩. নিচের কোনটি গণতান্ত্রিক আচরণ বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দৰতা)
(ক) অন্যকে মতপ্রকাশের সুযোগ না দেওয়া
(খ) নিজের মতামতকে গুরবত্ব দেওয়া
● অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করা
(ঘ) অন্যের ওপর মতামত চাপিয়ে দেওয়া

১২৪. কোনটি গণতান্ত্রিক আচরণ? (অনুধাবন)
(ক) নিজের মত চাপিয়ে দেওয়া (খ) নিজের খুশিতে অংশীদার করা
● দেশের মঙ্গলকে প্রাধান্য দেওয়া (ঘ) নিজের পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হওয়া

১২৫. বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে কেন? (অনুধাবন)
(ক) জনমতকে প্রাধান্য দিতে (খ) প্রজাতন্ত্রকে রৰা করতে
● গণতন্ত্রকে সফল করতে (ঘ) রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে

১২৬. গণতন্ত্রের বাহন কোনটি? (অনুধাবন)
(ক) জনগণ (খ) আইন ● নির্বাচন (ঘ) জনমত

১২৭. কখন গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে? (অনুধাবন)
(ক) ঘন ঘন নির্বাচন দিলে (খ) সামরিক বাহিনী হস্তৰেপ করলে
● যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করলে (ঘ) প্রভাবশালী প্রতিনিধি নিয়োগ করলে

১২৮. কোনটি গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূ প? (অনুধাবন)
(ক) ভোট (খ) পরিকল্পনা (গ) অর্থ ● আইনের শাসন

১২৯. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থায় আইনের চোখে সবাই সমান বলে গণ্য হয়? (জ্ঞান)
(ক) সমাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
(গ) স্বৈরতান্ত্রিক (ঘ) একনায়কতান্ত্রিক

১৩০. গণতন্ত্রের শক্তিশালী রৰাকবচ কোনটি? (জ্ঞান)
(ক) শাসন বিভাগের প্রাধান্য ● বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
(গ) আইন বিভাগের প্রাধান্য (ঘ) বিচার বিভাগের কর্তব্যপরায়ণতা

১৩১. 'ক' একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কীসের প্রয়োজন পড়বে? (প্রয়োগ)
(ক) মূলধন (খ) নির্বাচন
● সচেতন জনগোষ্ঠী (ঘ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩২. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুণাবলি হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে
ii. বিপরবের সম্ভাবনা কম
iii. নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৩৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. জনগণের হাতে ৰমতা ন্যস্ত থাকা
ii. শাসনকার্যে সকলের অংশ নেয়া
iii. নির্বাচিত প্রতিনিধির রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দেয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৪. গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের অধিকারের ৰেত্রে যেসব দিক লৰণীয় তা হলো– (উচ্চতর দৰতা)
i. সকলের স্বার্থরৰার সুযোগ নিহিত

ii. নাগরিকের অধিকার আইন দ্বারা স্বীকৃত
iii. আইনের চোখে সবাই সমান বলে বিবেচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৫. গণতন্ত্রের অনেক ভালো দিক রয়েছে। যেমন– (অনুধাবন)
i. বিপ্লবের সম্ভাবনা কম ii. দলীয় শাসনব্যবস্থা
iii. যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. গণতান্ত্রিক দেশে দ্রুত বা ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলাফল হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সরকারের নীতির পরিবর্তন ঘটে ii. রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে
iii. রাজনৈতিক ভিন্নতা সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ব্যয়বহুল ব্যবস্থা ii. মেধার বিচার হয় না
iii. নমনীয় শাসনব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে উচিত– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সচেতন জনগোষ্ঠী ii. অর্থনৈতিক সাম্য
iii. যোগ্য নেতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৯. গণতন্ত্রকে সফলতায় রূপ দিতে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সংকীর্ণ মনোভাব ত্যাগ ii. দলীয় স্বার্থ ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখা
iii. রাজনৈতিক সহনশীলতা সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. নির্বাচনকে অর্থবহ করতে প্রয়োজন– (অনুধাবন)
i. নিরপেক্ষ নির্বাচন
ii. সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
iii. নাগরিকদের যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪১. নাগরিকের পরমতসহিষ্ণুতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সবাইকে মতপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে
ii. অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে হবে
iii. নিজের মত অন্যের ওপর চাপানো ঠিক নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪২. নাগরিকের গুণাবলি হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বুদ্ধিমত্তা ii. আত্মসংযম
iii. বিবেক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৩. গণতন্ত্রে বিপ্লবের আশঙ্কা কম। কারণ– (অনুধাবন)
i. জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত
ii. শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন করা যায়
iii. আত্মশাসনের শিক্ষাদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৪. সুনাগরিক হতে হলে নাগরিকদের হতে হবে– (অনুধাবন)
i. আত্মসংযমী ii. বিবেকবান
iii. সম্পদশালী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছকটি লক্ষ করে ১৪৫ ও ১৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

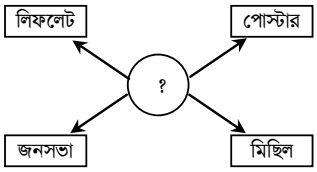

১৪৫. '?' চিহ্নিত স্থানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
ক গণঅসন্তোষ খ গণঅভ্যুত্থান ● নির্বাচন ঘ আন্দোলন

১৪৬. গণতান্ত্রিক দেশে উক্ত বিষয়টির ত্রুটি হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রচুর সময় ব্যয় হয় ii. প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়
iii. অযোগ্য ব্যক্তিও নির্বাচিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের ১৪৭ ও ১৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মাসুদ একটি রাজনৈতিক দলের নেতা। মাসুদের রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করেছে। জনগণের অংশগ্রহণের দ্বারা সরকারটি পরিচালিত হয়। এখানে শক্তিশালী বিরোধী দল রয়েছে।

১৪৭. মাসুদের দেশে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক সমাজতান্ত্রিক ● গণতান্ত্রিক
গ রাজতান্ত্রিক ঘ একনায়কতান্ত্রিক

১৪৮. মাসুদের দেশের জনগণের আচরণ সম্পর্কে যেটি প্রযোজ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সরকারের সমালোচনা করা ii. মতপ্রকাশ করতে পারে
iii. জনগণ জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ iiও iii ● i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের ১৪৯ ও ১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শায়লার দেশে ঘন ঘন রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন নীতি পরিবর্তন হয়। সরকার পতনের সাথে সাথে নতুন নতুন নীতি গৃহীত হয়। এতে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

১৪৯. শায়লার দেশে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ ফুটে উঠেছে? (প্রয়োগ)
● গণতন্ত্রের খ সমাজতন্ত্রের
গ একনায়কতন্ত্রের ঘ রাজতন্ত্রের

১৫০. অনুচ্ছেদের উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের সংকল্প
ii. বিরোধী দলের প্রতি বৈরী সম্পর্কের অবসান
iii. স্বদেশপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩১

At a Glance

- একনায়কতন্ত্র হলো একধরনের– স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা।
- একনায়কতন্ত্রে দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন– নেতা।
- একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নেতার আদেশই– আইন।
- একনায়কতন্ত্রের আদর্শ হলো– এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা।
- নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির অন্তরায় হলো– একনায়কতন্ত্র।
- একনায়কতন্ত্র হলো– বিশ্বশান্তির বিরোধী।
- ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে উৎসর্গ করে– একনায়কতন্ত্র।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫১. কোনটি স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা? (জ্ঞান)
● একনায়কতন্ত্র খ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা
গ গণতন্ত্র ঘ সমাজতন্ত্র

১৫২. একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কার হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে? (অনুধাবন)

ক জনগণের খ শাসক ও শাসিতের
● রাষ্ট্রনায়কের ঘ সামরিক বাহিনীর

১৫৩. একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন? (জ্ঞান)
ক জনগণ খ সরকার গ মন্ত্রিপরিষদ ● দলের নেতা

১৫৪. ডিকটেটর অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক গোয়েন্দা খ কূটনীতিক ● একনায়ক ঘ শিল্পী

১৫৫. একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার প্রধানকে কী বলে আখ্যায়িত করা হয়? (জ্ঞান)
● ডিকটেটর খ মহানায়ক
গ সামরিক জান্তা ঘ পরিচালক

১৫৬. কোন শাসনব্যবস্থায় জবাবদিহিতা অনুপস্থিত থাকে? (অনুধাবন)
ক স্বৈরতন্ত্রে খ রাজতন্ত্রে গ গণতন্ত্রে ● একনায়কতন্ত্রে

১৫৭. একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় কোনটি পরিলক্ষিত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
● একটি রাজনৈতিক দল খ বহু রাজনৈতিক দল
গ মন্ত্রিসভা শাসিত সরকার ঘ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

১৫৮. রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকে কোন ব্যবস্থায়? (অনুধাবন)
● একনায়কতন্ত্রে খ রাজতন্ত্রে
গ গণতন্ত্রে ঘ ধনতন্ত্রে

১৫৯. একনায়কতন্ত্রে গণমাধ্যম কার নিয়ন্ত্রণে থাকে? (প্রয়োগ)
● দলের নেতার খ দলের উপনেতার
গ সামরিক প্রধানের ঘ মন্ত্রিপরিষদের উপদেষ্টাগণের

১৬০. একনায়কতন্ত্রে গণমাধ্যম কার গুণকীর্তনে লিপ্ত থাকে? (অনুধাবন)
ক জনগণের খ সম্পদের
● সরকারি দলের ঘ দলের নেতার

১৬১. একনায়কতন্ত্রের মূলমন্ত্র কী? (অনুধাবন)
ক অপেক্ষা কর এবং দেখ খ এক ব্যক্তি এক ভোট
● কাজ কর ও মান্য কর ঘ জনগণের সেবাই মহান ব্রত

১৬২. একনায়কতন্ত্রের প্রশাসনিক ব্যয় কম হয় কেন? (অনুধাবন)
● অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা প্রয়োজন হয় বলে
খ মন্ত্রী থাকে না বলে
গ মন্ত্রিসভা নেই বলে
ঘ নির্বাচন হয় না বলে

১৬৩. একনায়কতন্ত্র কোন শাসনব্যবস্থার বিরোধী রূপ? (প্রয়োগ)
ক সমাজতন্ত্রের খ পুঁজিবাদের গ রাজতন্ত্রের ● গণতন্ত্রের

১৬৪. একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় কেন? (অনুধাবন)
● নাগরিকের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয় বলে
খ গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে
গ উগ্র জাতীয়তাবোধের কারণে
ঘ আইনের শাসনের কারণে

১৬৫. কোন শাসনব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব হয়? (অনুধাবন)
ক পুঁজিবাদী খ সমাজতান্ত্রিক
● একনায়কতান্ত্রিক ঘ গণতান্ত্রিক

১৬৬. কোনটি স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে? (জ্ঞান)
ক গণতন্ত্র ● একনায়কতন্ত্র
গ সমাজতন্ত্র ঘ রাজতন্ত্র

১৬৭. একনায়কতন্ত্রকে একদলীয় ব্যবস্থা বলা হয় কেন? (জ্ঞান)
● সরকারি দল ব্যতীত অন্য দলকে গড়ে উঠতে দেয় না বলে
খ একনায়কের সামরিক শক্তি থাকে বলে
গ শক্তি ও ক্ষমতা বেশি বলে
ঘ একটি দল সরকার চালায় বলে

১৬৮. একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব বেশিদিনের হয় না কেন? (অনুধাবন)
ক স্বাধীন ও মুক্ত চর্চার অভাবে
খ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাবে
গ একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রভাবে
● জনমত ও গণ–অসন্তোষের প্রভাবে

১৬৯. একনায়কের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধংদেহী মনোভাব বিরাজ করার কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ
খ শান্তি ও আন্তর্জাতিকতায় অবিশ্বাস
গ আইন পরিষদের ক্ষমতাহীনতা
ঘ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অনুপস্থিতি

১৭০. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের বেদিমূলে উৎসর্গ করে? (জ্ঞান)
ক গণতান্ত্রিক ● একনায়কতান্ত্রিক
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক

১৭১. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য নয়' এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য? (জ্ঞান)
ক গণতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ রাজতান্ত্রিক ● একনায়কতান্ত্রিক

১৭২. বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা সকল রাষ্ট্রের নিকট অসমর্থিত? (অনুধাবন)
ক সমাজতান্ত্রিক খ গণতান্ত্রিক
● একনায়কতান্ত্রিক ঘ নিয়মতান্ত্রিক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৩. একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দলের নেতাই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী
ii. একটি মাত্র রাজনৈতিক দল বিদ্যমান
iii. জবাবদিহির অনুপস্থিতি লক্ষণীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৪. একনায়কতন্ত্রকে গণতন্ত্র বিরোধী বলার কারণ হলো– (অনুধাবন)
i. ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকার করে না
ii. নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে
iii. ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৫. একনায়কতন্ত্রকে স্বৈরাচারী শাসন বলার কারণ– (অনুধাবন)
i. নেতার কথাই আইন ii. স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার অভাব
iii. রাজার আদেশ মান্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৬. একনায়কতন্ত্রে বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার কারণ– (অনুধাবন)
i. রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বলে
ii. এক নেতার নেতৃত্ব বহাল থাকে বলে
iii. জনগণের মৌলিক অধিকার সীমিত বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৭. একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির পরিপন্থী। কারণ– (প্রয়োগ)
i. একনায়ক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী
ii. ক্ষমতার লোভ যুদ্ধংদেহী মনোভাব সৃষ্টি করে
iii. পৃথিবীতে বিপর্যয় বা ধ্বংস ডেকে আনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৮. একনায়কতন্ত্রের ত্রুটি হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. স্বৈরাচারী শাসন
ii. বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে
iii. বিশ্বশান্তির পরিপন্থী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৯. অনুন্নত দেশের জন্য একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবস্থা উপযোগী। কারণ– (অনুধাবন)
i. একনায়কের কার্যে গতিশীলতা থাকে
ii. একনায়কের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্রুত কার্যাবলি সম্পাদন করে
iii. প্রশাসনিক ব্যয় কম

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮০. একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদর্শ হলো– (অনুধাবন)
i. একনেতা
ii. একদেশ
iii. একজাতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮১. কালামের দেশে একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। কালামের সমাজের নেতিবাচক দিক– (প্রয়োগ)
i. বিশৃঙ্খলা
ii. গণতন্ত্রের বিলুপ্তি
iii. স্বৈরাচারিতা বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আসিকদের দেশে মুক্ত গণমাধ্যম নেই। জনমতের ভিত্তি নেই। এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা তাদের দেশের আদর্শ।

১৮২. আসিকদের দেশে কোন সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক স্বৈরতান্ত্রিক ● একনায়কতান্ত্রিক
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ গণতান্ত্রিক

১৮৩. উক্ত রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দলের নেতাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী
ii. দলের নেতার নির্দেশে দেশ পরিচালিত হয়
iii. বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ ক্ষমতা বণ্টন, উত্তরাধিকার ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩২

- রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র– দুই ধরনের।
- এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে দেশ পরিচালনা করা হয়– কেন্দ্র থেকে।
- যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে বলে– যুক্তরাষ্ট্র।
- উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র– দুই ধরনের।
- নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন– রাজা বা রানি।
- নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে প্রকৃত ক্ষমতা থাকে–জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে।
- যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে বলা হয়– কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৮৪. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কীসের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে? (জ্ঞান)
ক প্রার্থীর মাধ্যমে খ আইনের মাধ্যমে
● সংবিধানের মাধ্যমে ঘ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে

১৮৫. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কার নিকট ন্যস্ত থাকে? (জ্ঞান)
● কেন্দ্রীয় সরকার খ আঞ্চলিক সরকার
গ প্রাদেশিক সরকার ঘ নগর সরকার

১৮৬. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য
খ কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতার সামঞ্জস্যের জন্য
● শাসনকার্যের সুবিধার জন্য
ঘ কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য

১৮৭. কোনটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ভারত খ যুক্তরাষ্ট্র ● বাংলাদেশ ঘ শ্রীলংকা

১৮৮. যুক্তরাজ্যের শাসন প্রকৃতির ধরন কেমন? (অনুধাবন)
ক পুঁজিবাদী খ সমাজতান্ত্রিক গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ● এককেন্দ্রিক

১৮৯. যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ● যুক্তরাষ্ট্র
গ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ঘ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

১৯০. ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি কেমন? (অনুধাবন)
ক একনায়কতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক
গ রাজতান্ত্রিক ● যুক্তরাষ্ট্রীয়

১৯১. বর্তমান বিশ্বে কোন ধরনের রাষ্ট্র কম বেশি উন্নত? (অনুধাবন)
ক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র খ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
● যুক্তরাষ্ট্র ঘ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র

১৯২. উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা লাভ করলে তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক গণতন্ত্র খ একনায়কতন্ত্র গ সমাজতন্ত্র ● রাজতন্ত্র

১৯৩. রাজতন্ত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করে কে? (জ্ঞান)
ক রাজার স্ত্রী খ রাজার ভাই গ রাজার বোন ● রাজার সন্তান

১৯৪. রাজতন্ত্র কয় ধরনের হয়? (জ্ঞান)
ক এক ● দুই গ তিন ঘ চার

১৯৫. কোন শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়? (জ্ঞান)
ক গণতন্ত্রে খ একনায়কতন্ত্রে
● নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে ঘ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে

১৯৬. কোন শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই? (জ্ঞান)
ক একনায়কতন্ত্রে ● নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে
গ সমাজতন্ত্রে ঘ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে

১৯৭. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বর্তমানে কোথায় প্রচলিত আছে?
ক ফিলিস্তিনে খ মিশরে ● সৌদি আরবে ঘ ইরাকে

১৯৮. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রপ্রধান হন? (জ্ঞান)
ক রাজতন্ত্রে খ একনায়কতন্ত্রে
গ সমাজতন্ত্রে ● নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে

১৯৯. কোন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন? (জ্ঞান)
ক সমাজতন্ত্রে খ গণতন্ত্রে
● নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে ঘ একনায়কতন্ত্রে

২০০. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রকৃত শাসন কার হাতে ন্যস্ত থাকে? (জ্ঞান)
ক জনগণের ● প্রতিনিধির
গ রাজা বা রানির ঘ সামরিক বাহিনীর

২০১. কোথায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক যুক্তরাষ্ট্রে খ ভারতে গ সৌদি আরবে ● যুক্তরাজ্যে

২০২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রকৃতি কীরূপ? (অনুধাবন)
ক প্রশাসন পরিচালনা ● উন্নয়ন ও জনহিতকর কাজ
গ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ঘ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা

২০৩. যুক্তরাজ্য আর কী নামে অভিহিত? (জ্ঞান)
● গ্রেট ব্রিটেন খ গ্রেট ইংল্যান্ড
গ দ্য কিংডম ঘ দ্য কুইন

২০৪. যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কী বলে? (অনুধাবন)
ক আদর্শ রাষ্ট্র ● কল্যাণমূলক রাষ্ট্র
গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘ ইসলামিক রাষ্ট্র

২০৫. কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণকে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়? (জ্ঞান)
● কল্যাণমূলক রাষ্ট্র খ জাতীয় রাষ্ট্র
গ আধুনিক রাষ্ট্র ঘ যুক্তরাষ্ট্র

২০৬. কোনটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক লিবিয়া খ দক্ষিণ সুদান
গ সিরিয়া ● নরওয়ে

২০৭. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়টি? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩ ● ৪ ঘ ৮

২০৮. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সমাজের মঙ্গলের জন্য কোনটি জোরদার করে? (জ্ঞান)

ক বয়স্ক শিৰার উন্নয়ন খ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
● সামাজিক নিরাপত্তা ঘ মজুরদের স্বার্থ রৰা

২০৯. খাদ্য, বস্ত্র, শিৰা, চিকিৎসা ও বাসস্থান–মানুষের এই মৌলিক চাহিদা পূরণ কোন রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত? (উচ্চতর দৰতা)
● কল্যাণমূলক খ এককেন্দ্রিক
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ আধুনিক

২১০. কোন রাষ্ট্র দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য করে? (জ্ঞান)
● কল্যাণমূলক খ পুঁজিবাদী গ সমাজতান্ত্রিক ঘ রাজতান্ত্রিক

২১১. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ রৰিত হয়? (জ্ঞান)
ক জাতীয় রাষ্ট্রে খ পুলিশি রাষ্ট্রে
● কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ঘ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে

২১২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (জ্ঞান)
● জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণ খ স্বাস্থ্য সংৰণ
গ রাজনৈতিক অস্থিরতা ঘ দেশ রৰা

২১৩. সমবায় সমিতি গঠন কোন ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য? (অনুধাবন)
ক পুঁজিবাদী খ সমাজতান্ত্রিক ● কল্যাণমূলক ঘ যুক্তরাষ্ট্রীয়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৪. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. কেন্দ্রে মূল ৰমতা নিহিত থাকে
ii. প্রদেশে কিছু ৰমতা অর্পিত থাকে
iii. কেন্দ্র হতে দেশ পরিচালিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দ্বারা করা সম্ভব (উচ্চতর দৰতা)
i. সম্পদ আহরণ ii. শক্তিশালী অর্থনৈতিক রাষ্ট্র গঠন
iii. উপনিবেশবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৬. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ৰেত্রে প্রযোজ্য– (প্রয়োগ)
i. রাজা বা রানি সর্বময় ৰমতার অধিকারী
ii. রাজা বা রানি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান
iii. জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৭. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ৰেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে– (উচ্চতর দৰতা)
i. রাজা বা রানি সীমিত ৰমতার অধিকারী
ii. জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ চূড়ান্ত ৰমতা ভোগ করে
iii. এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১৮. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র মৌলিক চাহিদা পূরণে যে সমস্ত কাজ করে তা হলো– (অনুধাবন)
i. কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে
ii. বেকার ভাতা প্রদান করে
iii. বিনা খরচে শিৰার ব্যবস্থা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৯. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে 'সমবায় সমিতি ও শ্রমিক কল্যাণ সংঘ' স্বার্থ সংৰণ করে– (অনুধাবন)
i. কৃষকদের ii. শ্রমিকদের
iii. মজুরদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২০. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়– (অনুধাবন)
i. দুটি সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হয় বলে
ii. পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা থাকায়
iii. জনগণের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ থাকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২১. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে আঞ্চলিক সরকারের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়– (অনুধাবন)
i. এ দেশগুলো নিজেদের সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাওয়ায়
ii. কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা না থাকায়
iii. দক্ষতার সাথে জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করতে পারায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২২. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের জন্য সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টি করে– (অনুধাবন)
i. কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ii. বেকার ভাতা প্রদান করে
iii. চিকিৎসা প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২২৩. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়– (অনুধাবন)
i. বাংলাদেশ ii. জাপান
iii. কানাডা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২৪. রাজতন্ত্র হতে পারে– (অনুধাবন)
i. নির্বাচিত রাজতন্ত্র ii. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র
iii. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২৫ ও ২২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. হার্ডিন সৌদি আরব থেকে পরিশোধিত তেল তার দেশ গ্রেট ব্রিটেনে আমদানি করেন। মি. হার্ডিন এৰেত্রে উভয় দেশের সরকারের নিয়মকানুন যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেন।

২২৫. মি. হার্ডিনের আমদানি ও রপ্তানি কাজে জড়িত দেশ দুইটির রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাদৃশ্য কোন ৰেত্রে? (প্রয়োগ)
● উত্তরাধিকার সূত্রে খ ৰমতার উৎসের ভিত্তিতে
গ ৰমতা বণ্টন নীতিতে ঘ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে

২২৬. মি. হার্ডিনের দেশের সাথে তার কাছে তেল বিক্রয়কারী দেশের বৈসাদৃশ্য– (প্রয়োগ)
i. নির্বাচিত রাজতন্ত্র ii. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র
iii. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩৪

At a Glance

- ৰমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকার– দুই ধরনের।
- যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ৰমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে বলে– এককেন্দ্রিক সরকার।
- এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা– জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।
- বড় রাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক নয়– এককেন্দ্রিক সরকার।
- যেখানে একাধিক অঞ্চল মিলে একটি সরকার গঠন করে তাকে বলে– যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায়– দ্বৈত সরকারব্যবস্থা থাকে।
- যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গঠনপ্রণালি– জটিল প্রকৃতির।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৭. সরকারের ধারণার উৎপত্তির সময়কাল থেকে সরকারকে বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন কারা? (অনুধাবন)
ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ● দার্শনিকরা
গ প্রজাহিতৈষীরা ঘ জনগণ

২২৮. আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারব্যবস্থা কয় ধরনের হয়? (জ্ঞান)
● দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓘ পাঁচ

২২৯. ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারব্যবস্থা কয় ধরনের হয়? (জ্ঞান)
ⓚ এক ● দুই ⓖ তিন ⓘ চার

২৩০. অভিজিত সাহেব যে দেশে বাস করেন সে দেশের সরকার সকল সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহণ করেন এবং সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকে। অভিজিতের দেশে কোন সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ⓚ সংসদীয় ● এককেন্দ্রিক ⓖ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৩১. জাপানে কোন ধরনের সরকার প্রচলিত আছে? (অনুধাবন)
● এককেন্দ্রিক ⓚ যুক্তরাষ্ট্রীয়
ⓖ রাষ্ট্রপতি শাসিত ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৩২. এককেন্দ্রিক সরকারের সংগঠন কোন প্রকৃতির? (প্রয়োগ)
● সরল ⓚ জটিল ⓖ সমান্তরাল ⓘ অসাধারণ

২৩৩. যে শাসনব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থাকে এবং কেন্দ্র হতে পরিচালিত হয় এমন সরকারকে কী বলে? (অনুধাবন)
● এককেন্দ্রিক সরকার ⓚ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
ⓖ সংসদীয় সরকার ⓘ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার

২৩৪. কোন সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়? (অনুধাবন)
ⓚ সংসদীয় ⓚ যুক্তরাষ্ট্রীয় ● এককেন্দ্রিক ⓘ রাষ্ট্রপতিশাসিত

২৩৫. এককেন্দ্রিক সরকার সারাদেশের জন্য কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন? (অনুধাবন)
ⓚ ভিন্ন পরিকল্পনা ● অভিন্ন পরিকল্পনা
ⓖ বাস্তব পরিকল্পনা ⓘ যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা

২৩৬. জাতীয় ঐক্য কোন সরকারব্যবস্থার অন্যতম গুণ? (অনুধাবন)
● এককেন্দ্রিক ⓚ সংসদীয় ⓖ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৩৭. কোন ধরনের সরকারব্যবস্থায় একই প্রশাসনিক আইন ও নীতি অনুসরণ করা হয়? (অনুধাবন)
ⓚ সংসদীয় ⓚ সমাজতান্ত্রিক ● এককেন্দ্রিক ⓘ যুক্তরাষ্ট্রীয়

২৩৮. কোন সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় কম? (জ্ঞান)
ⓚ সংসদীয় ⓚ গণতান্ত্রিক ⓖ পুঁজিবাদী ● এককেন্দ্রিক

২৩৯. কোনটি এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ কাজের বেশি চাপ ● দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ⓖ বিরোধী দলের মর্যাদা ⓘ স্থিতিশীলতার অভাব

২৪০. এককেন্দ্রিক সরকারের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ কী? (প্রয়োগ)
ⓚ কাজের চাপ কম বলে
ⓚ অধিক লোকবল থাকে বলে
ⓖ সিদ্ধান্তে কোনো জটিলতা থাকে না বলে
● আঞ্চলিক স্বার্থ বিবেচনার দরকার হয় না বলে

২৪১. বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা কেমন? (অনুধাবন)
● এককেন্দ্রিক ⓚ সংসদীয় ⓖ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৪২. এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ মিতব্যয়িতা ⓚ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
● কাজের বেশি চাপ ⓘ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক

২৪৩. কোন সরকারব্যবস্থা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের অনুপযোগী? (জ্ঞান)
ⓚ সংসদীয় ⓚ সমাজতান্ত্রিক
● এককেন্দ্রিক ⓘ রাষ্ট্রপতি শাসিত

২৪৪. কোনটির বিকাশে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা অনুকূল নয়? (প্রয়োগ)
● স্থানীয় নেতৃত্ব ⓚ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব
ⓖ আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ⓘ উত্তরাধিকার সূত্রের নেতৃত্ব

২৪৫. কেন এককেন্দ্রিক সরকার স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের জন্য অনুপযোগী? (অনুধাবন)
ⓚ দ্রুত সিদ্ধান্তের জন্য ⓚ প্রশাসনিক ব্যয় বেশি থাকার জন্য
● স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার জন্য ⓘ কাজের চাপ বেশি থাকার জন্য

২৪৬. কোন ধরনের শাসনব্যবস্থায় সারা দেশের জন্য অভিন্ন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? (জ্ঞান)
● এককেন্দ্রিক ⓚ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓖ পুঁজিবাদী ⓘ সংসদীয়

২৪৭. কোন কারণে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সমস্যাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে ও সমাধান করতে পারে না? (প্রয়োগ)
● অঞ্চলগুলো দূরে থাকায়
ⓚ কাজের চাপ কম থাকায়
ⓖ কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা লোপ পাওয়ায়
ⓘ সহজ সাংগঠনিক ব্যবস্থা থাকায়

২৪৮. বড় রাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী কোন সরকারব্যবস্থা? (প্রয়োগ)
ⓚ সংসদীয় ● এককেন্দ্রিক ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓘ যুক্তরাষ্ট্রীয়

২৪৯. সরকারের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়ে কোন ক্ষেত্রে? (অনুধাবন)
● বড় রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার থাকলে
ⓚ বড় রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকলে
ⓖ ছোট রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকলে
ⓘ ছোট রাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক সরকার থাকলে

২৫০. কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা কোন সরকারের অন্যতম ত্রুটি? (জ্ঞান)
ⓚ সংসদীয় ● এককেন্দ্রিক ⓖ যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৫১. কোন সরকারব্যবস্থায় একাধিক প্রদেশ মিলে সরকার গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সংসদীয় ● যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓘ এককেন্দ্রিক

২৫২. যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোনটি যথার্থ? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ সমাজতন্ত্র ⓚ গণতন্ত্র
ⓖ রাজতন্ত্র ● একাধিক রাষ্ট্রের সমন্বয়

২৫৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কোন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত? (অনুধাবন)
ⓚ সমাজনীতির ⓚ নেতৃত্ব বণ্টন নীতির
● ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ⓘ জাতীয় ঐক্য বণ্টন নীতির

২৫৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কোন ধরনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত? (অনুধাবন)
ⓚ সম্পদ বণ্টন ● ক্ষমতা বণ্টন
ⓖ মর্যাদা বণ্টন ⓘ সুবিধা বণ্টন

২৫৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় জাতীয় বিষয়গুলো কোন সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে? (জ্ঞান)
ⓚ আঞ্চলিক ● কেন্দ্রীয় ⓖ প্রাদেশিক ⓘ বিভাগীয়

২৫৬. কোন ব্যবস্থায় সরকারের ভেতর সরকার বিদ্যমান থাকে? (অনুধাবন)
ⓚ এককেন্দ্রিক ⓚ গণতান্ত্রিক ● যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ সমাজতান্ত্রিক

২৫৭. সমরেশ সাহেবের দেশে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থেকে দেশ পরিচালনা করে। সমরেশ সাহেবের দেশে কোন সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ⓚ সংসদীয় ⓚ গণতান্ত্রিক
● যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ রাষ্ট্রপতি শাসিত

২৫৮. কোন সরকারব্যবস্থায় দ্বৈত সরকারব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সংসদীয় ⓚ গণতান্ত্রিক ● যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ এককেন্দ্রিক

২৫৯. এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা প্রচলিত নেই কোন দেশে? (প্রয়োগ)
ⓚ জাপান ● ভারত ⓖ যুক্তরাজ্য ⓘ বাংলাদেশ

২৬০. সুলতানা বাংলাদেশের নাগরিক। সুলতানার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনটি প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
ⓚ ছোট রাষ্ট্র ⓚ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র
● যুক্তরাষ্ট্র ⓘ যুক্তরাজ্য

২৬১. ভারতে কোন সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ সংসদীয় ⓚ সমাজতান্ত্রিক ● যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓘ এককেন্দ্রিক

২৬২. জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটায় কোন সরকারব্যবস্থা? (জ্ঞান)
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ● যুক্তরাষ্ট্রীয় ⓖ গণতান্ত্রিক ⓘ এককেন্দ্রিক

২৬৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক
ⓚ ছোট রাষ্ট্রের উপযোগী
● কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কমায়

ঘ আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান

২৬৪. অর্কের দেশের শাসনব্যবস্থায় সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক এলাকায় ন্যস্ত থাকে। তার দেশে কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান? (প্রয়োগ)

ক এককেন্দ্রিক খ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত
● যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ রাষ্ট্রপতি শাসিত

২৬৫. কোনটির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়? (জ্ঞান)

ক ঐক্যের খ যোগ্যতার
● সংবিধানের ঘ বিচার বিভাগের

২৬৬. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অন্যতম গুণ কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক মিতব্যয়িতা খ জটিল প্রকৃতির শাসন
গ জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ● আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী

২৬৭. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় জনগণ কয়টি সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায়? (জ্ঞান)

ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

২৬৮. স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশে সহায়ক ব্যবস্থা কোনটি? (প্রয়োগ)

ক সংসদীয় ● যুক্তরাষ্ট্রীয় গ গণতান্ত্রিক ঘ এককেন্দ্রিক

২৬৯. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় কেন কেন্দ্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না? (অনুধাবন)

ক ক্ষমতা কম থাকার ফলে
খ আঞ্চলিক সমস্যা থাকার জন্য
● কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ফলে
ঘ কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে

২৭০. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার গঠনপ্রণালি কোন প্রকৃতির? (প্রয়োগ)

ক সরল খ অভিন্ন গ সহজ ● জটিল

২৭১. নিমচন্দ্র দাস ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লোকসভার একজন সদস্য। তার দেশের সরকারব্যবস্থার ধরন কোনটি? (প্রয়োগ)

● জটিল খ সরল গ দ্বিমুখী ঘ দুর্বল

২৭২. কোন সরকারের প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত? (জ্ঞান)

ক সংসদীয় ● যুক্তরাষ্ট্রীয় গ এককেন্দ্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক

২৭৩. দুর্বল সরকার কোন ধরনের শাসনব্যবস্থার ত্রুটি? (অনুধাবন)

ক এককেন্দ্রিক খ সংসদীয়
গ রাষ্ট্রপতিশাসিত ● যুক্তরাষ্ট্রীয়

২৭৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় প্রশাসনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় কেন? (অনুধাবন)

● দ্বৈত সরকারব্যবস্থার জন্য
খ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য
গ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন সাধনের জন্য
ঘ অতিমাত্রায় কাজ সম্পাদন করার জন্য

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৭৫. এককেন্দ্রিক সরকার বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)

i. আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা
ii. সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকা
iii. কেন্দ্র থেকে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭৬. এককেন্দ্রিক সরকারের গুণগুলো হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মিতব্যয়িতা ii. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
iii. জাতীয় ঐক্যের প্রতীক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭৭. এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায়– (অনুধাবন)

i. আঞ্চলিক সরকারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই
ii. প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে
iii. কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাধর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭৮. এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটি– (অনুধাবন)

i. কাজের চাপ বেশি
ii. স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের অনুকূল নয়
iii. স্থানীয় উন্নয়ন ও সমস্যার প্রতি অবহেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭৯. এককেন্দ্রিক সরকার সারাদেশে কার্যকর করে– (অনুধাবন)

i. ভিন্ন আইন ii. অভিন্ন নীতি
iii. অভিন্ন পরিচালনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮০. এককেন্দ্রিক সরকারের ত্রুটিসমূহ হলো– (অনুধাবন)

i. কেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারিতা ii. বড় রাষ্ট্রের জন্য অনুপযোগী
iii. বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮১. এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয় হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা চর্চা হয়
ii. কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
iii. কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভাবনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮২. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র প্রদেশে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কৃষ্টিগত বিভিন্নতার কারণে
ii. ভাষাগত বিভিন্নতার কারণে
iii. সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৩. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে যে ধরনের বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আইন প্রণয়ন ii. সম্পর্ক নির্ধারণ
iii. ক্ষমতার বণ্টন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৪. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রদেশগুলোর ধরন– (অনুধাবন)

i. কেন্দ্রশাসিত ii. স্বতন্ত্র
iii. স্বায়ত্তশাসিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৫. এককেন্দ্রিক সরকার স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের অনুকূল নয়। এর যৌক্তিক কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ii. কেন্দ্রীয়ভাবে ক্ষমতা চর্চা
iii. স্থানীয় নেতৃত্বের উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৬. ছোট রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেটা পরিলক্ষিত হয়– (অনুধাবন)

i. এককেন্দ্রিক সরকার ii. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
iii. রাজতান্ত্রিক সরকার

নিচের কোনটি সঠিক?

● i খ ii গ iii ঘ i ও ii

২৮৭. এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় সারাদেশে যেটি পরিলক্ষিত হয়– (অনুধাবন)

i. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ii. অভিন্ন আইন
iii. একই নীতি ও পরিকল্পনা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৮. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকে– (অনুধাবন)
i. আঞ্চলিক সরকারের হাতে ii. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে
iii. বিভাগীয় সরকারের হাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৯. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কমায়
ii. আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী হয়
iii. জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯০. জামালের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবে তা হলো– (প্রয়োগ)
i. ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত হবে
ii. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে জটিলতা দেখা দিবে
iii. ক্ষমতা বণ্টনে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার দুর্বল অবস্থায় থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৯১. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার ত্রুটিগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. ব্যয়বহুল ii. দুর্বল সরকার
iii. জটিল প্রকৃতির শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৯২ ও ২৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক সরকারের এবং জাতীয় বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। যার ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারই মৌলিক ক্ষমতার অধিকার লাভ করে।

২৯২. 'ক' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক গণতান্ত্রিক ● যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ সংসদীয় পদ্ধতি

২৯৩. উক্ত সরকারব্যবস্থার গুণগুলো হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের উপযোগী
ii. কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ কমায়
iii. বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণিবিভাগ

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৩৬

- সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো– আইন ও শাসন বিভাগ।
- যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের স্থায়ীত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের ওপর নির্ভরশীল তাকে বলে– মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার।
- সংসদীয় সরকারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলো– আইনসভা।
- সংসদীয় সরকার– দায়িত্বশীল সরকার।
- যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না তাকে বলে– রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার।
- আইন বিভাগের নিকট দায়ী না থাকায় স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হতে পারে– রাষ্ট্রপতি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৪. আইন ও শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নীতির ভিত্তিতে সরকারের কয়টি রূপ রয়েছে? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৯৫. যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, তাকে কোন পদ্ধতির সরকার বলে? (অনুধাবন)
● সংসদীয় খ গণতান্ত্রিক
গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ এককেন্দ্রিক

২৯৬. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা কাদের ওপর ন্যস্ত থাকে? (জ্ঞান)
ক সরকারের খ জনগণের
● মন্ত্রিসভার ঘ সিভিল সোসাইটির

২৯৭. সংসদীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী কে হন? (জ্ঞান)
● দলের আস্থাভাজন ব্যক্তি খ দলের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি
গ দলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ঘ আইনবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি

২৯৮. কোন সরকারকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার বলা হয়? (জ্ঞান)
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় খ সমাজতান্ত্রিক ● সংসদীয় ঘ এককেন্দ্রিক

২৯৯. বাংলাদেশে কোন পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (জ্ঞান)
● সংসদীয় খ পুঁজিবাদী গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ সমাজতান্ত্রিক

৩০০. কোন দেশে সংসদীয় সরকার প্রচলিত? (জ্ঞান)
● ব্রিটেন খ উত্তর কোরিয়া গ কিউবা ঘ সৌদি আরব

৩০১. সুইডেনে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (জ্ঞান)
ক সমাজতান্ত্রিক খ একনায়কতান্ত্রিক
● সংসদীয় ঘ রাজাশাসিত

৩০২. অস্ট্রেলিয়ায় কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (জ্ঞান)
● সংসদীয় খ যুক্তরাষ্ট্রীয় গ গণতান্ত্রিক ঘ সমাজতান্ত্রিক

৩০৩. কোন ধরনের সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন? (অনুধাবন)
● সংসদীয় খ যুক্তরাষ্ট্রীয় গ পুঁজিবাদী ঘ সমাজতান্ত্রিক

৩০৪. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক পদ কোনটি? (জ্ঞান)
ক স্পিকার ● রাষ্ট্রপতি
গ এটর্নিজেনারেল ঘ প্রধান বিচারপতি

৩০৫. বাংলাদেশের সরকার প্রধান কে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি

৩০৬. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কার গুরুত্ব বেশি? (জ্ঞান)
ক মন্ত্রিপরিষদের খ রাষ্ট্রপতির ● প্রধানমন্ত্রীর ঘ রাজা বা রানির

৩০৭. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় কে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কিছুই করতে পারে না? (জ্ঞান)
ক জনগণ ● রাষ্ট্রপতি গ স্পিকার ঘ রাষ্ট্রদূত

৩০৮. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি কার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন? (জ্ঞান)
ক সুপ্রিমকোর্টের ● প্রধানমন্ত্রীর
গ আইনমন্ত্রীর ঘ মন্ত্রিপরিষদের

৩০৯. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোনটি? (জ্ঞান)
ক সরকার খ রাষ্ট্রপতি ● আইনসভা ঘ সুপ্রিমকোর্ট

৩১০. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় কার হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকে? (জ্ঞান)
ক রাষ্ট্রপতির খ প্রধানমন্ত্রীর ● মন্ত্রিসভার ঘ বিচারকগণের

৩১১. কোন শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন? (জ্ঞান)
● সংসদীয় খ যুক্তরাষ্ট্রীয় গ পুঁজিবাদী ঘ সমাজতান্ত্রিক

৩১২. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ কীসের নিকট দায়ী থাকে? (অনুধাবন)
ক জনগণের নিকট ● আইনপরিষদ
গ বিচার বিভাগের নিকট ঘ সুপ্রিমকোর্টের নিকট

৩১৩. কখন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে? (অনুধাবন)
ক জনগণ বিদ্রোহ করলে খ রাষ্ট্রপতির মর্জি হলে
গ মন্ত্রিসভা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে ● আইনসভার আস্থা হারালে

৩১৪. কোন শাসনব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান? (জ্ঞান)
● সংসদীয় খ গণতান্ত্রিক
গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ সমাজতান্ত্রিক

৩১৫. সংসদীয় সরকারে সার্বভৌম ৰমতার অধিকারী কে বা কোন প্রতিষ্ঠান? (অনুধাবন)
ক জনগণ খ রাষ্ট্রপতি ● আইনসভা ঘ প্রধানমন্ত্রী

৩১৬. 'ক' নামক রাষ্ট্রে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। 'ক' রাষ্ট্রে কোন সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? (প্রয়োগ)
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় ● সংসদীয়
গ এককেন্দ্রিক ঘ রাষ্ট্রপতি শাসিত

৩১৭. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় কাকে বিকল্প সরকার মনে করা হয়? (অনুধাবন)
● বিরোধীদলকে খ রাষ্ট্রপতিকে
গ প্রধানমন্ত্রীকে ঘ মন্ত্রিবর্গকে

৩১৮. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় বিরোধী দলকে কী হিসেবে বিবেচনা করা হয়? (অনুধাবন)
ক সরকার খ রাষ্ট্রপতি গ সুশীল সমাজ ● বিকল্প সরকার

৩১৯. সংসদীয় সরকারব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ কোনটি? (অনুধাবন)
ক জনগণ খ বিচারকগণ ● বিরোধী দল ঘ সুশীল সমাজ

৩২০. কোনটি সংসদীয় সরকারব্যবস্থার অন্যতম গুণ? (উচ্চতর দৰতা)
● সমালোচনার সুযোগ খ স্থিতিশীলতার অভাব
গ অতি দলীয় মনোভাব ঘ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৩২১. সংসদীয় সরকারব্যবস্থার ৰেত্রে প্রযোজ্য বিষয় কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
ক স্বেচ্ছাচারী শাসন
খ সমতার স্বতন্ত্রীকরণ
গ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব
● সরকারের কাজের সমালোচনার সুযোগ

৩২২. সংসদীয় সরকার কীসের দ্বারা পরিচালিত হয়? (অনুধাবন)
ক মন্ত্রিসভার ইচ্ছায় খ মিডিয়ার প্রভাবে
● জনমতের দ্বারা ঘ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায়

৩২৩. একটি দেশের নির্বাচনের ছয় মাসের মাথায় নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটল। এটি সংসদীয় পদ্ধতির কোন ত্রুটি? (উচ্চতর দৰতা)
● স্থিতিশীলতার অভাব খ ৰমতার অপব্যবহার
গ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘ আনুগত্যের অভাব

৩২৪. সংসদীয় সরকারের ত্রুটি কোনটি? (অনুধাবন)
ক বিরোধী দলের মর্যাদা ● অতি দলীয় মনোভাব
গ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ঘ সমালোচনার সুযোগ

৩২৫. দলীয় সরকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় কোন সরকারব্যবস্থাকে? (অনুধাবন)
● সংসদীয় খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ সমাজতান্ত্রিক ঘ রাষ্ট্রপতিশাসিত

৩২৬. সংসদীয় সরকার মূলত কোন ধরনের সরকার? (অনুধাবন)
ক একনায়কতান্ত্রিক খ তত্ত্বাবধায়ক
● দলীয় ঘ নির্দলীয়

৩২৭. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হবার যৌক্তিক কারণ কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
ক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা খ অতি দলীয় মনোভাব
গ বিরোধীদলের বিচ্ছেদ ● আলোচনা ও পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত

৩২৮. নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান কে? (জ্ঞান)
ক পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ● বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান
গ ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান ঘ ভুটানের রাষ্ট্রপ্রধান

৩২৯. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীগণ কার কাছে দায়ী থাকেন? (জ্ঞান)
ক সরকারের ● রাষ্ট্রপতির
গ জনগণের ঘ আইনসভার

৩৩০. কোন শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না? (জ্ঞান)
ক সংসদীয় খ স্বৈরতন্ত্র
গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ● রাষ্ট্রপতিশাসিত

৩৩১. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে কার সন্তুষ্টির ওপর? (জ্ঞান)
ক প্রধানমন্ত্রীর ● রাষ্ট্রপতির গ বিচারকদের
ঘ ব্যবসায়ীদের

৩৩২. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় সর্বময় ৰমতার অধিকারী কে? (জ্ঞান)
ক স্পিকার ● রাষ্ট্রপতি গ প্রধানমন্ত্রী ঘ সেনাপ্রধান

৩৩৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন সরকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে? (জ্ঞান)
ক সংসদীয় খ এককেন্দ্রিক
গ সমাজতান্ত্রিক ● রাষ্ট্রপতিশাসিত

৩৩৪. নিচের কোন দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিদ্যমান? (জ্ঞান)
● যুক্তরাষ্ট্র খ বাংলাদেশ
গ ভারত ঘ পাকিস্তান

৩৩৫. কীভাবে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়? (অনুধাবন)
● অভিশংসন করে খ মামলা করে
গ আস্থা ভোটে ঘ গণভোট গ্রহণ করে

৩৩৬. কোন সরকারব্যবস্থায় আইন বিভাগের সাথে পরামর্শ না করেই রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে? (জ্ঞান)
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় খ এককেন্দ্রিক
● রাষ্ট্রপতিশাসিত ঘ সমাজতান্ত্রিক

৩৩৭. ৰমতার স্বতন্ত্রীকরণ কোন সরকারের অন্যতম গুণ? (জ্ঞান)
ক সংসদীয় খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ সমাজতান্ত্রিক ● রাষ্ট্রপতিশাসিত

৩৩৮. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার কীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত? (জ্ঞান)
ক শাসন বিভাগ ● ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি
গ আইন বিভাগ ঘ মন্ত্রিসভা

৩৩৯. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের গুণ কোনটি? (অনুধাবন)
ক ৰমতা বিকেন্দ্রীকরণ ● ৰমতা স্বতন্ত্রীকরণ
গ স্বেচ্ছাচারী শাসন ঘ স্বৈরাচারী কার্যকলাপ

৩৪০. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের গুণ কোনটি? (উচ্চতর দৰতা)
ক স্বেচ্ছাচারী শাসন খ অনমনীয় শাসন
গ বিরোধী দলের মর্যাদা ● দলীয় মনোভাবের কম প্রতিফলন

৩৪১. রাষ্ট্রপতি দলের চেয়ে কোনটিকে অধিক গুরুত্ব দেয়? (অনুধাবন)
ক বিরোধী দলকে ● জাতীয় স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব করাকে
গ ধনসম্পদকে ঘ মিছিল মিটিং করাকে

৩৪২. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার ত্রুটি কোনটি? (জ্ঞান)
● স্বেচ্ছাচারী শাসন খ স্থিতিশীল শাসন
গ ৰমতার স্বতন্ত্রীকরণ ঘ দলীয় মনোভাবের প্রতিফলন

৩৪৩. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে সংশোধন কষ্টসাধ্য কোনটির? (অনুধাবন)
● সংবিধান খ জমিজমার দলিল
গ সরকারি আইন ঘ বেসরকারি আইন

৩৪৪. কোন পরিস্থিতি সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেলতে পারে? (অনুধাবন)
● বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব
খ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা
গ জনগণের সুশৃঙ্খল আচরণ
ঘ বিরোধী দলের গঠনমূলক আচরণ

৩৪৫. "সংসদীয় সরকার জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত"– কথাটির তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
ক সরকার জনমতকে অনুকূল রাখতে চায়
খ রাজনীতিতে বিশেষ শ্রেণির অংশগ্রহণ
গ জনগণ রাজনৈতিকভাবে অসচেতন
● সরকার ও জনগণ একই মতভুক্ত

৩৪৬. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় সরকারের কয়টি বিভাগ পৃথকভাবে কাজ করে? (জ্ঞান)
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩৪৭. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীরা মনোনীত হন– (অনুধাবন)
i. আইন পরিষদের মধ্য থেকে ii. শাসন বিভাগের মধ্য থেকে
iii. সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪৮. সংসদীয় সরকারের অন্যতম গুণ হলো– (অনুধাবন)
i. দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা ii. বিরোধী দলের মর্যাদা
iii. সমালোচনার সুযোগ

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪৯. সংসদীয় সরকারের অন্যতম ত্রুটি বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. অতিদলীয় মনোভাব ii. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব
iii. ক্ষমতার বিভাজন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫০. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান
ii. আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী
iii. প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভা আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫১. বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার গুণগুলো হলো– (প্রয়োগ)
i. সমালোচনার সুযোগ ii. বিরোধী দলের মর্যাদা
iii. দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫২. সংসদীয় সরকারের ত্রুটিগুলো হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ক্ষমতার অবিভাজন ii. স্থিতিশীলতার অভাব
iii. বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫৩. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. প্রকৃত শাসক ii. সরকার প্রধান
iii. সেনাবাহিনীর প্রধান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫৪. কামালের দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। এ শাসনব্যবস্থার ভালো দিক হলো– (প্রয়োগ)
i. দক্ষ শাসনব্যবস্থা ii. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ
iii. স্থিতিশীল শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫৫. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যে সকল ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দেন তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. যুদ্ধে ii. সংকটকালে
iii. জরুরি অবস্থায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫৬. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের ত্রুটি হলো– (অনুধাবন)
i. স্বেচ্ছাচারী শাসন ii. অনমনীয় শাসন
iii. দায়িত্বশীল শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫৭. আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয় হচ্ছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ii. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা
iii. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫৮. যুক্তরাজ্যে রয়েছে– (অনুধাবন)
i. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ii. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
iii. সংসদীয় পদ্ধতির সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫৯. সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় চরম দলীয় মনোভাব দেখা যায়– (অনুধাবন)
i. সুশীল সমাজে ii. ক্ষমতাসীন দলে
iii. বিরোধী দলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৬০. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যৌক্তিক হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. স্থিতিশীল শাসন ii. দক্ষ শাসনব্যবস্থা
iii. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৬১. বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে– (অনুধাবন)
i. পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণে ii. একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণে
iii. জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছকটি পড়ে ৩৬২ ও ৩৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

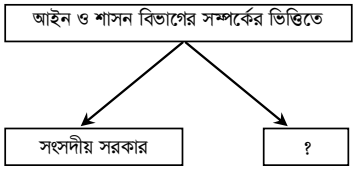

৩৬২. ছকচিত্রের '?' চিহ্নিত স্থান নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার খ এককেন্দ্রিক সরকার
গ সমাজতান্ত্রিক সরকার ● রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার

৩৬৩. উক্ত সরকারব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন প্রকৃত শাসক
ii. রাষ্ট্রপতি সরকারপ্রধান
iii. রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬৪ ও ৩৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'A' দেশের শাসন বিভাগ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করে। একটি কেন্দ্র থেকে সমগ্র দেশ পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এদিক থেকে 'B'দেশের সাথে খানিকটা পার্থক্য দেখা যায়। 'B' দেশে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বিভাজন করে দেয়া হয়েছে।

৩৬৪. অনুচ্ছেদের বিবরণ অনুযায়ী 'B' দেশের সরকার আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক অনুযায়ী কী প্রকৃতির? (প্রয়োগ)
ক রাষ্ট্রপতিশাসিত খ এককেন্দ্রিক
● যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ সংসদীয়

৩৬৫. উল্লিখিত বর্ণনায়, 'A' দেশে বিদ্যমান সরকার– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. সংসদীয় ii. এককেন্দ্রিক iii. প্রজাতান্ত্রিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ সরকার

চীনের দক্ষিণের এক পাহাড়ি অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস। তাদের একটি শাসনব্যবস্থাও রয়েছে যার প্রতি তারা অনুগত। কিন্তু তারা চীনের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ চীনের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য। [শহীদ নাজমুল হক উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী]

ক. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় কার সন্তুষ্টির ওপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে? ১

খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী মতপ্রচারের সুযোগ থাকে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের পাহাড়ি অঞ্চলের পরিচালনাকারী কর্তৃপৰ রাষ্ট্রের কোন উপাদান নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত উপাদানের সাথে রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্যসমূহ নিরূপণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে।

খ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবকিছুর ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় থাকে বলে এখানে বিরোধী মতপ্রচারের সুযোগ থাকে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। এখানে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। এতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে একটি মাত্র দল থাকে। এ রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী মতপ্রচারের সুযোগ নেই।

গ উদ্দীপকে পাহাড়ি অঞ্চলের পরিচালনাকারী কর্তৃপৰ রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান সরকারকে নির্দেশ করে। সরকার একটি সর্বজনীন সংস্থা এবং রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। এই উপাদানটির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়। একটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে মূল চারটি উপাদানের প্রয়োজন হয় তা হলো– জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। এই উপাদানগুলোর মধ্যে সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। বস্তুত সরকার হলো রাষ্ট্রের রূপকার। সরকারই জনগণের জান–মালের নিরাপত্তা দান করে এবং দেশের শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকার গঠন ও পরিবর্তন করে থাকে। উদ্দীপকে পরিচালনাকারী কর্তৃপৰ যদিও স্বাধীন নয়, কিন্তু একটি ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট জনসমষ্টির শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। তাই তা রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান সরকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত উপাদান তথা সরকারের সাথে রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য হলো রাষ্ট্র পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার তা নয়। রাষ্ট্র হলো একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এটি জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। সরকার রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। এ দিক থেকে সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। একটি রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদানসমূহের মধ্যে সরকার অন্যতম। কেননা সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তবে সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করলেও রাষ্ট্র ও সরকার সমার্থক নয়। রাষ্ট্র সার্বভৌম বা সর্বোচ্চ ৰমতার অধিকারী। রাষ্ট্র বহুবিধ ৰমতা প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু সরকারের ৰমতা সীমিত। কারণ সরকারের কোনো সার্বভৌম ৰমতা নেই। সরকার রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের মধ্যে একটি উপাদান মাত্র। পৃথিবীর সব রাষ্ট্র এসব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হলেও সব রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থা এক ধরনের নয়। পরিশেষে বলা যায়, মোটামুটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সরকার পরিবর্তিত হয়। 'সরকার' রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হলেও গঠন ও প্রকৃতির বিচারে এদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন– ২ গণতান্ত্রিক আচরণ

'X' দেশটি গণতান্ত্রিক একটি দেশ। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই গণতান্ত্রিক সরকারের পতনের আন্দোলন শুরৰ হয়। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে দেশের সুযোগসন্ধানী সেনাবাহিনী গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে ৰমতা দখল করে। [লায়ন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর]

ক. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার কাকে বলে? ১

খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত 'X' দেশে জনগণের মধ্যে কীসের অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'X' দেশটিতে গণতন্ত্র সফল করার জন্য কী কী উপায় গ্রহণ করতে হবে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের ওপর নির্ভরশীল তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হওয়ার কারণে ঘন ঘন নীতির পরিবর্তন হয়। গণতন্ত্রে নির্বাচিত দল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার গঠন করে এবং প্রতিটি দল তাদের নীতির ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন হলে পূর্ববর্তী সরকারের গৃহীত নীতিরও পরিবর্তন হয়। নতুন সরকার তাদের নিজস্ব নীতির ভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন করে। আর এভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে যতবার সরকার পরিবর্তন হয়, ততবার সরকারের নীতিরও পরিবর্তন ঘটে।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত 'X' দেশের জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরণের অভাব রয়েছে। গণতান্ত্রিক আচরণ হলো রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হওয়া। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে পরমতসহিষ্ণু মনোভাব, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতা এবং সুনাগরিকের গুণাবলি থাকলে তা গণতান্ত্রিক আচরণের মধ্যে পড়ে। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই গণতান্ত্রিক আচরণ করলে দেশের গণতন্ত্র স্থায়ী ও শক্তিশালী হবে। উদ্দীপকে গণতান্ত্রিক আচরণের অনুপস্থিতি দেশটিতে গণতন্ত্রের যবনিকাপাত ঘটিয়েছে। 'X' দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং শাসকগোষ্ঠীর মাঝে গণতান্ত্রিক মনোভাব থাকলে দেশে গণতন্ত্র সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হতো। কিন্তু উদ্দীপকে জনগণের মাঝে গণতান্ত্রিক মনোভাবের অভাব রয়েছে। 'X' দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হলেও মেয়াদ শেষের পূর্বেই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরৰ হয় এবং সুযোগসন্ধানী সেনাবাহিনী ৰমতা দখল করে। এতে সেদেশে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে এবং একটি অগণতান্ত্রিক সরকার ৰমতা দখল করে। যা গণতান্ত্রিক আচরণের অভাবেই ঘটেছে। তাই বলা যায়, 'X' দেশের জনগণের মাঝে গণতান্ত্রিক আচরণের অভাব রয়েছে।

ঘ 'X' দেশটিতে গণতন্ত্র সফল করার জন্য সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে জনগণের মাঝে গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন শিৰিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী, অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, দৰ প্রশাসন এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব। এছাড়া আইনের শাসন, মুক্ত ও স্বাধীন প্রচার যন্ত্র এবং রাজনৈতিক সহনশীলতা একটি দেশের গণতন্ত্রকে স্থায়ী ও মজবুত

করতে পারে। উদ্দীপকের দেশটিতে জনগণের অসচেতনতার কারণে গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সেখানে নাগরিকের মাঝে পরমতসহিষ্ণুতা নেই। তারা নিজেদের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে পারেনি। তাছাড়া নাগরিকদের মাঝে সুনাগরিকের গুণাবলি তথা বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযমের অভাব থাকার কারণে জনগণ একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিরবদ্ধে মেয়াদ শেষের আগেই আন্দোলন করেছে এবং একটি অগণতান্ত্রিক সরকারকে ৰমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই উদ্দীপকের দেশটিতে নাগরিকদের উক্ত সমস্যাগুলো দূর করে রাজনৈতিক সহনশীলতা সৃষ্টি করতে পারলে সেখানে পুনরায় গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাছাড়া দেশটিতে একাধিক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্বকে সৰমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সাফল্য ত্বরান্বিত করা যায়। পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক আচরণ শেখা ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য প্রতিটি নাগরিক যত্নবান হলে দেশে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করা যায়। আর উদ্দীপকের 'X' দেশের ৰেত্রে এই একই উপায়ে গণতন্ত্রকে সফল করা যেতে পারে।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ রাষ্ট্র

বাবুল আহমেদ 'X' নামক একটি ভূখণ্ডে বাস করেন। ভূখণ্ডটি বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে একটি সুসংগঠিত সরকার রয়েছে। বাবুল আহমেদসহ সকল অধিবাসী এ সরকারের প্রতি অনুগত।

ক. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রকৃত শাসক কে? ১

খ. বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত 'X' নামক ভূখণ্ডটি যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের সমার্থক বলা যায় কি? পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিজেই প্রকৃত শাসক।

খ রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদার ভিন্নতার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের একটি অন্যতম উপাদান হলো সরকার। এই সরকার রাষ্ট্রভেদে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কেননা পৃথিবীর একেক দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেৰাপট একেক ধরনের। এর ফলে কোনো দেশে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আবার কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক বা একনায়কতান্ত্রিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের বাবুল আহমেদের বসবাসকৃত 'X' নামক ভূখণ্ডটি রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমাজজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়েছে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও সমাজের শান্তি–শৃঙ্খলা রৰার জন্য মানুষ সার্বভৌম ৰমতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। আর এই প্রয়োজনের তাগিদে বিবর্তনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকার ও সার্বভৌম ৰমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। উদ্দীপকে রাষ্ট্র গঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। রাষ্ট্র গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব থাকতে হয়। আর রাষ্ট্রের এই উপাদানগুলোর উপস্থিতি উদ্দীপকের 'X' নামক ভূখণ্ডটিতেও দেখা যায়। সেখানে বাবুল আহমেদ 'X' নামক একটি ভূখণ্ডে বসবাস করে। যেটি স্বাধীন এবং সার্বভৌম ৰমতার বলে বাইরের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাছাড়া সেখানে একটি সুসংগঠিত সরকারও রয়েছে। ফলে দেখা যায় রাষ্ট্র গঠনের যে চারটি মূল উপাদান প্রয়োজন তার সবই বাবুল আহমেদের বসবাসকৃত ভূখণ্ডে উপস্থিত। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, উদ্দীপকে উলিৱখিত 'X' নামক ভূখণ্ডটি রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বহন করে।

ঘ উক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে তথা রাষ্ট্রকে সরকারের সমার্থক বলা যায় না। রাষ্ট্র হলো একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির মূল উপাদান চারটি। যথা : নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার, জনসমষ্টি ও সার্বভৌমত্ব। অনেকেই রাষ্ট্র এবং সরকারকে সমার্থক বলে মনে করে। কিন্তু সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান মাত্র। আর বর্তমান বিশ্বের যেকোনো দেশেই রাষ্ট্র সর্বপ্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এখানে রাষ্ট্র এবং সরকার সমার্থক নয়, এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। রাষ্ট্র ও সরকার দুটি ভিন্ন প্রত্যয়। রাষ্ট্র ছাড়া সরকারের অস্তিত্ব ভিত্তিহীন। আবার সরকার ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক জীবনের একটি সর্বোচ্চ ও শক্তিশালী সংঘ আর সরকার হলো রাষ্ট্রের মস্তিষ্কস্বরূ প। ফলে রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও সরকার তা নয়। সরকার রাষ্ট্রের একটি অংশ। বাবুলের বসবাসকৃত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূ পে প্রতীয়মান হয়। পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্যের বিচারে রাষ্ট্রকে সরকারের সমার্থক বলা যায় না। বরং দুটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

আমিনের দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হয় মুনাফার ভিত্তিতে। বাজারের সরবরাহ ও চাহিদা সবকিছুর মূল্য নির্ধারণ করে। অন্যদিকে তার বন্ধু সায়েমের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্রকর্তৃক বণ্টন ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক. ৰমতা বণ্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কত প্রকার? ১

খ. গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আমিনের রাষ্ট্রের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সায়েমের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তুমি সমর্থন কর কি? তোমার মতের পৰে যুক্তি দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৰমতা বণ্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই প্রকার।

খ গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনৰমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেন, গণতন্ত্র হলো জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

গ উদ্দীপকের আমিনের রাষ্ট্রের ধরন পুঁজিবাদী। সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা না–থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই

ধরনের হয়, যেমন : পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির ওপর নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ সরকার ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থা পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের আমিনের রাষ্ট্রেও এরূ প দেখা যায়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ৰেত্রে স্বাধীন। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী।

ঘ উদ্দীপকে সায়েমের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। যা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। যেখানে উৎপাদনের সকল উপাদান রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক সরকারে বিদ্যমান থাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের সকল সম্পত্তি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের রাষ্ট্রকে সমর্থন করি না। কারণ সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগের অনুপস্থিতি পণ্যের প্রতিযোগিতা হ্রাস করে এবং উৎপাদন ৰেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে জনগণের মধ্যে দরিদ্রতা দেখা দেয়। অন্যদিকে নাগরিকদের অধিকার হরণও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম ত্রবটি। এখানে অর্থনৈতিক সাম্যের নেশায় মেধা বিকাশের সকল পথ রবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এসব কারণে পৃথিবীর অনেক দেশ এ ব্যবস্থাকে পরিহার করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুণ

মেহেরানের দেশটিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অনেক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। মেহেরানরা সরকার গঠনের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এভাবে মেহেরান রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে।

ক. সংসদীয় সরকার কীসের দ্বারা পরিচালিত হয়? ১

খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনে অর্থের অপচয় হয় কীভাবে? ২

গ. মেহেরানদের দেশটিকে ৰমতার উৎসের ভিত্তিতে কী ধরনের রাষ্ট্র বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার গুণগুলো তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংসদীয় সরকার জনমতের দ্বারা পরিচালিত হয়।

খ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে অর্থের অপচয় হয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। নির্বাচনে জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য প্রতিটি দল লিফলেট, পোস্টার, জনসভা ইত্যাদি করে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। আর এভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থের অপচয় হয়।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত মেহেরানদের রাষ্ট্র ৰমতার উৎসের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় শাসনৰমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় এবং পরিবর্তনশীল এই সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এতে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকার কারণে সবার স্বার্থরৰার সুযোগ থাকে। মেহেরানদের দেশটিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টরূ পে প্রতিফলিত হয়েছে। উক্ত দেশটিতে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। আর এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশটির জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনাতেও অংশগ্রহণ করে। যেমন : মেহেরান করেছে। ৰমতার উৎসের ভিত্তিতে উদ্দীপকের দেশটির রাষ্ট্রব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়। কেননা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ৰমতা হস্তান্তরে জনগণের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উক্ত বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করার কারণে মেহেরানদের দেশটিকেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত মেহেরানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার রৰাকবচ, দায়িত্বশীল শাসন, নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সাম্য ও সমানাধিকার রৰাসহ বিভিন্ন গুণ রয়েছে। পাঠ্যবইয়ে উলিৱখিত হয়েছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি অন্যতম গুণ হলো স্বাধীনতার রৰাকবচ। এই গুণের বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। উদ্দীপকে এই গুণটির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তন করে। এতে সরকারের দৰতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় সকলে সমানভাবে সুযোগ–সুবিধা ভোগ করে বলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দীপকের দেশটিতে গণতান্ত্রিকব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে সেখানে নাগরিকের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেখানকার শাসনব্যবস্থা যুক্তি ও সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব গুণের ওপর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা টিকে রয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উক্ত গুণগুলো গণতন্ত্রে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। আর এসব গুণ মেহেরানদের রাষ্ট্রেও বিদ্যমান রয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

রেডিওর এক অনুষ্ঠানে একজন উপস্থাপক, একজন সাংবাদিক, তিনজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তারা বিদ্যুৎ সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে সরকারের সমালোচনার পাশাপাশি বিরোধী দলের হরতাল ও সংসদ বর্জনেরও সমালোচনা করেন। তাদের এ আলোচনায় রাজনীতি সচেতন অনেক শ্রোতা, সরাসরি তাদের মতামত প্রদান করেন।

ক. একনায়কতন্ত্র কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা? ১

খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অনুষ্ঠানে গণতন্ত্রের যে গুণটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উলিৱখিত আলোচনা উত্তম শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে–বিশেৱষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনা খরচে শিৰা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অনুষ্ঠানে গণতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতার রৰাকবচ গুণটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গণতন্ত্রে জনগণ স্বাধীনভাবে

তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে। সরকারের সমালোচনা করতে পারে। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। নাগরিকের অধিকার রৰা পায়। উদ্দীপকে আলোচিত অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এ দেশের রাজনীতি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করছিলেন। এছাড়া তারা সবাই বিদ্যুৎ সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে সমালোচনা করছিলেন। পাশাপাশি তারা বিরোধী দলের হরতাল ও সংসদ বর্জনেরও সমালোচনা করেছিলেন। শ্রোতারাও তাতে অংশগ্রহণ করে। তাদের আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। এভাবে গণতন্ত্র হয় ব্যক্তি স্বাধীনতার রৰাকবচ।

ঘ উলিৱখিত আলোচনা উত্তম শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। আর উত্তম শাসনব্যবস্থা বলতে গণতন্ত্রকে নির্দেশ করা হয়েছে। গণতন্ত্র বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। এটি এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসনকার্যে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সবাই মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মতপ্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। সকলের স্বার্থরৰার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে এবং নাগরিক অধিকার রৰিত হয়। আর এ প্রেৰিতেই গণতন্ত্র উত্তম শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ গণতন্ত্রের ত্রুটি

জনাব মাইনুল হোসেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার নির্বাচনি এলাকার শিৰিত মহল তাকে সমর্থন করে। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী অশিৰিত হলেও একটি বড় দলের হয়ে নির্বাচন করায় আপামর জনসাধারণ তাকে ভোট দেয়। ফলে জনাব মাইনুল হোসেন পরাজিত হয়।

ক. সম্পদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় প্রকার? ১
খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব মাইনুল সাহেবের পরাজয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উক্ত দিকটি থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে গণতন্ত্র সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা–কথাটি বিশেৱষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সম্পদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুই প্রকার।

খ অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি সমাজতান্ত্রিক অন্যটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায়, যেখানে সম্পত্তির ওপর জনগণের মালিকানা স্বীকৃত হয়। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

গ উদ্দীপকে জনাব মাইনুল সাহেবের পরাজয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ত্রুটিগত দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের জনাব মাইনুল সাহেব একজন শিৰিত ব্যক্তি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি শিৰিত ও জ্ঞানী লোকদের সমর্থন ও ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অশিৰিত। তার ওপর একটি বড় দলের সমর্থন থাকায় জনসাধারণের ভোটে অশিৰিত প্রার্থীই জয়লাভ করে। এটি গণতন্ত্রের একটি ত্রুটি নির্দেশ করে। যেখানে গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। বস্তুত গণতন্ত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে জয়–পরাজয় নির্ধারণ করা হয় বলে এখানে গুণ বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। অর্থাৎ এতে মাথা গণনা করা হয়, মেধার বিচার করা হয় না।

ঘ উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুণ বা যোগ্যতার মূল্য নেই, মূল্য হচ্ছে সংখ্যার। এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি ত্রুটি। কিন্তু এ ধরনের আরও কিছু ত্রুটি থাকার পরও নানা কারণে গণতন্ত্র সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার রৰাকবচ। এ ব্যবস্থায় জনগণ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারে। এছাড়া সরকারের ভুল পদৰেপের সমালোচনা করে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সরকার পরিচালনায় অংশ নিতে পারে। এ ব্যবস্থায় শাসকগণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তাই পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য জনকল্যাণমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। এ কারণে সরকারের দৰতাও বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ পায়, তাই সাম্যের ব্যবস্থা কায়েম হয়। এ ব্যবস্থায় নাগরিকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং রাজনৈতিক শিৰা বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্র নমনীয় শাসনব্যবস্থা। জনগণ ইচ্ছা করলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন করতে পারে, ফলে এখানে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। জনগণ নিজেরাই শাসনকার্য পরিচালনা করে মনে করে তারা সরকার ও রাষ্ট্রকে নিজেদের হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং গণতন্ত্রের নানা ত্রুটি সত্ত্বেও বর্তমানে গণতন্ত্র সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা।

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ গণতন্ত্রের গুণাবলি

তমা একটি দেশে বাস করে, যেখানে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সেদেশে জনগণ শান্তিতে রয়েছে। বিপ্লবের কোনো আভাস নেই। তমার দেশে এতসব সুবিধা থাকলেও অনেক অসুবিধা বিদ্যমান। যেমন : জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ৰমতায় অধিষ্ঠিত হন।

ক. গণতন্ত্রের প্রাণ কী? ১
খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে তমার বসবাসরত দেশটির সরকারব্যবস্থার কোন গুণগুলো প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তমার দেশটির শাসনব্যবস্থা সফল করার উপায়সমূহ বিশেৱষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো আইনের শাসন।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনব্যবস্থা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। আর তাই দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ তমার বসবাসরত দেশটিতে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। উদ্দীপকে তার দেশের সরকারব্যবস্থার দুইটি উলেৱখযোগ্য গুণ প্রকাশ পেয়েছে তা হলো– সরকারের দৰতা বৃদ্ধি ও বিপ্লবের সম্ভাবনা কম। গণতন্ত্রে জনগণের আস্থার ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে জনগণের আস্থা লাভের জন্য সরকার সততার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে। এর ফলে সরকারের দৰতা বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্র নমনীয়

শাসনব্যবস্থা। জনগণ ইচ্ছে করলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। ফলে এখানে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না।

ঘ তমার দেশটির শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ গণতন্ত্র সফল করতে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হতে হবে। গণতন্ত্র বর্তমান যুগে প্রচলিত শাসনব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শাসনব্যবস্থা। কিন্তু এর চর্চা বা বাস্তবায়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী। এজন্য যা করা প্রয়োজন তা হলো : নাগরিকদের পরমতসহিষ্ণু হতে হবে। সবাইকে মতপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং অধিকাংশের মতামতকে সবার মতামত হিসেবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতা পরিহার করতে হবে। এটি সকল নাগরিক ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য। নিজের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে হবে। নিজের অধিকার আদায় যেন অন্যের অধিকার ভঙ্গের কারণ না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলের মধ্যে সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে। নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, সেজন্য নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে। এতে গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে। সর্বোপরি আইনের শাসন হলো গণতন্ত্রের প্রাণ। এজন্য সবাইকে আইন মানতে হবে। এসব গণতান্ত্রিক আচরণ শেখা ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে যত্নবান হতে হবে।

প্রশ্ন– ৯ ▸▸ একনায়কতন্ত্রের দোষ ত্রুটি

আব্দুলরাহ একটি দেশে বসবাস করে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, শাসকদের মধ্যে এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব বিরাজ করে। ফলশ্রুতিতে ক্রমেই তাদের মধ্যে বিপ্লব দানা বেঁধে উঠছে।

ক. একনায়কতন্ত্র কী? ১
খ. 'একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির বিরোধী'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে আব্দুল্লাহর বসবাসরত দেশের শাসনব্যবস্থার কোন দোষগুলো প্রকাশ পেয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'আব্দুলরাহ্‌র দেশে মনে করা হয়, সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বিরুদ্ধে কিছু নয়–' যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতন্ত্র একধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা।

খ একনায়কতন্ত্র বিশ্বশান্তির বিরোধী কারণ, একনায়কতন্ত্রে উগ্রজাতীয়তাবোধ ধারণ ও লালন করা হয়। ক্ষমতার লোভ একনায়ককে যুদ্ধংদেহী করে তোলে। হিটলার এ ধরনের মনোভাব পোষণ করে সারা পৃথিবীতে ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন। এ কারণে এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী।

গ আব্দুলরাহ একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দেশে বসবাস করে। একনায়কতন্ত্র চরম স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা। একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্র বিরোধী। এটি ব্যক্তি–স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না, যা গণতন্ত্রের মূলকথা। এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করে। ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। উদ্দীপকের আব্দুলরাহও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। সেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও নেই। তাছাড়া একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কারণ একনায়ককে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার কথাই আইন। এতে ব্যক্তির স্বাধীনচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ নেই। একনায়কতন্ত্র বস্তুত একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা। উদ্দীপকে এ তথ্যও নির্দেশিত হয়েছে। আবার এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নেই বলে সর্বদা বিপ্লবের ভয় থাকে। অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ও গণঅসন্তোষের কারণে একনায়কতন্ত্র বেশি দিন টিকতে পারে না। উদ্দীপকে দেখা যায় আব্দুলরাহদের মধ্যেও ক্রমশ বিপ্লব দানা বাঁধছে। আর এভাবে উদ্দীপকে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তিনটি দোষ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ আব্দুলরাহর দেশটি একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীন। একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে বলা হয় একনায়ক বা ডিকটেটর। একনায়কতান্ত্রিক শাসককে সহায়তা করার জন্য মন্ত্রী বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকে। কিন্তু তারা শাসকের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলে। একনায়কের আদেশই আইন। এ ব্যবস্থায় শাসক কারোর নিকট জবাবদিহি করে না। এতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকে। এই দলের নেতাই সরকার প্রধান। তার ইচ্ছা অনুযায়ী দল পরিচালিত হয় এবং তার অন্ধ অনুসারীদের নিয়ে দল গঠিত হয়। একনায়কতন্ত্রে গণমাধ্যমগুলো (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি) নেতা ও তার দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এগুলো নিরপেক্ষভাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয় না। বরং সরকারি দলের গুণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়। এ সরকারব্যবস্থায় আইন ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। একনায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকার্য করা হয়। এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা একনায়কতন্ত্রের আদর্শ। এতে মনে করা হয়, সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বাইরে বা বিরুদ্ধে কিছু নয়। উদ্দীপকে আব্দুলরাহর দেশের জন্যও তাই উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ একনায়কতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল ব্যতীত অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে জনাব আইয়ুব খান দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস।

ক. যুক্তরাজ্যে কী ধরনের রাজতন্ত্র চালু আছে? ১
খ. রাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসনব্যবস্থা অনেক দোষত্রুটি রয়েছে– কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু আছে।

খ রাজতন্ত্র বলতে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্র প্রধানগণের রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা লাভ করাকে বোঝায়। রাজতন্ত্র হলো পরিবারকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় রাজার ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের রাজা বা রানি হয়ে থাকে। রাজতন্ত্র সাধারণত নিরঙ্কুশ এবং নিয়মতান্ত্রিক হয়ে থাকে। সৌদি আরবে নিরঙ্কুশ এবং ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

গ উদ্দীপকে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হলো স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এখানে রাষ্ট্রের শাসন ৰমতা জনগণের হাতে না থেকে স্বেচ্ছাচারী দল বা শাসকের হাতে ন্যস্ত হয়। এখানে নেতাই দলের সর্বময় ৰমতার অধিকারী এবং একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই পাকিস্তানে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল ব্যতীত সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। ঐ রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে জনাব আইয়ুব খান দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং তিনিই সকল ৰমতার উৎস। যা একনায়কতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত শাসনব্যবস্থা তথা একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা একটি চরম স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা হিসেবে নানা দোষত্রৰটিতে পরিপূর্ণ। একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতন্ত্রবিরোধী। এটি জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার পথ রৰদ্ধ করে দেয়। কেড়ে নেয় মৌলিক অধিকার, ভোগের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশকে করে বাধাগ্রস্ত। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় শাসককে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার কথাই আইন। তাই এটি স্বৈরাচারকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ব্যবস্থায় বিপৱবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। একনায়কতন্ত্র সত্যিকার অর্থে বিশ্বশান্তির বিরোধী। এ ব্যবস্থায় ৰমতার লোভ মানুষকে যুদ্ধংদেহী করে তোলে, যা আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। আলোচনার শেষে বলা যায়, একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উলিৱখিত ত্রৰটিসমূহ বিদ্যমান থাকায় বর্তমান বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র এ শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না।

প্রশ্ন– ১১ একককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

বাংলাদেশের সকল ৰমতার কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী ঢাকা। এখান থেকেই শাসকবর্গ সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। দেশে একটিমাত্র সরকার এবং তারা দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি অনেকগুলো প্রাদেশিক সরকারও রয়েছে। প্রাদেশিক সরকারগুলো জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং প্রদেশের সর্বময় ৰমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে।

ক. কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৰমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকার কয় ধরনের হতে পারে? ১
খ. একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিরোধী কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত বৈশিষ্ট্যের বিচারে বাংলাদেশে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ভারত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– উদ্দীপকের আলোকে বিশেৱষণ কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৰমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকার দুধরনের হতে পারে।

খ একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকার করে না বলে এটি গণতন্ত্রের বিরোধী। ব্যক্তিস্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলকথা। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও মতকে গণতন্ত্রে মূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করায় নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব হয়। ফলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আর এ কারণেই একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিরোধী।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ৰমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ফলে কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা অনুযায়ী সাংবিধানিকভাবে সমগ্র দেশের শাসন পরিচালনা করে। উদ্দীপকে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের শাসনৰমতা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। উদ্দীপকে দেখা যায় বাংলাদেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী ঢাকা। সেখান থেকেই সমগ্র দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। আর এই শাসনৰমতা অর্পিত হয়েছে সাংবিধানিকভাবে। কেন্দ্র থেকে পরিচালিত এ ধরনের শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলে। তাই সার্বিক বিচারে বলা যায়, বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত ভারতে প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যা ভারতকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৰমতা বণ্টন করা হয়। আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই ভারত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল বা প্রদেশের সমন্বয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সাংবিধানিকভাবে ৰমতা বণ্টিত হয়েছে। কেন্দ্র ও প্রদেশের সমন্বয়ে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ভারতে এভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলে সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সম্পদ আহরণ করে একটি বৃহৎ অর্থনীতি গঠন করে। এতে রাষ্ট্র উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার কারণে পাশাপাশি অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠন করেছে। এতে অর্থনীতির উন্নতির পাশাপাশি ভারত রাষ্ট্রটিও শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা একটি রাষ্ট্রকে বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আর উদ্দীপকের ভারতও এই ব্যবস্থার কারণে শক্তিশালী হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন– ১২ রাজতন্ত্র

সৌদি আরবে কোনো প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি নেই জেনে রাসেল অবাক হলো। সে এই প্রথম শুনল সৌদি আরবের রাষ্ট্রপ্রধানকে বাদশা বলা হয়। যিনি রাষ্ট্রের সর্বময় ৰমতার অধিকারী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়া তার বড় ভাইয়ের সাথে রাসেল এ বিষয়ে আলোচনা করলে সে বলল, রাজা–বাদশার প্রচলন এখনও আছে। মালয়েশিয়াতেও রাজা রয়েছেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রের সব ৰমতার অধিকারী নন।

ক. রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ৰমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় ধরনের হয়? ১
খ. এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে কেন? ২
গ. রাসেলকে অবাক করে দেওয়া দেশটির রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাসেলের বড় ভাইয়ের বক্তব্য পর্যালোচনা কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুধরনের হয়।

খ এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে বলে আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্র থেকে দেশ পরিচালনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার শাসন কাজের সুবিধার জন্য দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে কিছু ক্ষমতা তাদের হাতে অর্পণ করে। তবে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার সে ক্ষমতা ফিরিয়েও নিতে পারে। আর এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণেই আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে রাসেলকে সৌদি আরবের রাষ্ট্রব্যবস্থা অবাক করে দেয় যেখানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিদ্যমান। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে রাজা বা বাদশা রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। এই রাজা বা বাদশাহ উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা লাভ করেন। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। রাজা বা বাদশা নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সেখানে বাদশা রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। উদ্দীপকেও তাই বর্ণিত হয়েছে যে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সৌদি আরবের বাদশাহ হয়েছেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত। তিনি নিজের ইচ্ছামতো রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন করে থাকেন। তার কাজের জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণেরও কোনো সুযোগ নেই। আর এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রেই প্রচলিত রয়েছে।

ঘ মালয়েশিয়ায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত থাকার কারণে উদ্দীপকে রাসেলের বড় ভাইয়ের বক্তব্য যথার্থ। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানি নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা বা রানি হলেও দেশের শাসনকার্যে সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। এ ধরনের রাষ্ট্রে প্রকৃত শাসনক্ষমতা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত থাকে। উদ্দীপকে রাসেলের বড় ভাইয়ের বর্ণিত দেশ মালয়েশিয়ার রাজা হলেন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি শাসনক্ষমতার খুব সীমিত অংশ ভোগ করেন। সেখানে প্রকৃত শাসনক্ষমতা জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত। জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি পালন করে থাকে। রাজা শুধু নামমাত্র প্রধান হিসেবে জনপ্রতিনিধিদের শাসনকার্য তদারকির ভূমিকা পালন করেন। আর রাজার হাতে প্রকৃত শাসনক্ষমতা থাকা না থাকার ব্যাপারে রাসেলের বড় ভাই তার বক্তব্যে উক্ত ব্যাপারটিই তুলে ধরেছে। পরিশেষে বলা যায়, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা থাকে জনপ্রতিনিধির হাতে। আর মালয়েশিয়ায় এই বিষয়টি প্রচলিত থাকার কারণেই উদ্দীপকে রাসেলের বড় ভাইয়ের বক্তব্য যথার্থ।

প্রশ্ন– ১৩ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র

'ক' রাষ্ট্রের ৭০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধা জামিলা প্রতি মাসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ৫০০/– টাকা ভাতা পান। রাষ্ট্রটি দুঃস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে গুচ্ছগ্রাম গড়ে তুলেছে।

ক. যুক্তরাজ্য কোন রাষ্ট্রের নাম? ১

খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কর ধার্য করার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দেশ্যের ভিত্তিকে 'ক' রাষ্ট্র কোন ধরনের– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্য গ্রেট ব্রিটেনের নাম।

খ মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কর ধার্য করে থাকে। এ ধরনের রাষ্ট্র সচ্ছলদের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করে ও অসচ্ছলদের ওপর কম কর ধার্য করে দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

গ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে 'ক' রাষ্ট্রটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে, তাকে বলা হয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনাখরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এ ধরনের রাষ্ট্রের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সচ্ছলদের ওপর উচ্চহারে কর ধার্য করে ও অসচ্ছলদের ওপর কম কর ধার্য করে দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। যেমন : উদ্দীপকে দেখা যায় বৃদ্ধা জামিলা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ৫০০ টাকা ভাতা পান। সুতরাং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের মধ্যে উক্ত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি বরং একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। যেখানে দুস্থদের সাহায্য করার বিষয়টি স্পষ্ট। এছাড়া কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা : রাষ্ট্র সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। রাস্তাঘাট, এতিমখানা, সরাইখানা, খাদ্যে ভর্তুকি প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বেকার ভাতা, অবসরকালীন ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি প্রদান করে। কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করে তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। সমবায় সমিতি গঠন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন করে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। সুতরাং উদ্দীপকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি।

প্রশ্ন– ১৪ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানি ভাষার ওপর কোর্স করতে গিয়ে বকুলের পরিচয় জাইকোর সাথে। জাইকো তার দেশ নিয়ে গর্ব করে যে, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পুরো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এবং দেশের সর্বত্র জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান রয়েছে।

ক. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কার সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত? ১

খ. এককেন্দ্রিক সরকারে সাংগঠনিক সামঞ্জস্যতা থাকে কেন? ২

গ. জাইকোর দেশ জাপানে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত সরকারব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক'– জাইকোর গর্বের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

খ এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্রের হাতে সকল ৰমতা ন্যস্ত থাকে বলে সাংগঠনিক সামঞ্জস্যতা থাকে। কেন্দ্রে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সহজেই তা সমগ্র দেশে বাস্তবায়ন করা যায়। তাছাড়া সারাদেশে অভিন্ন আইন, নীতি ও পরিকল্পনা বলবৎ করা হয়। আর তাই, এককেন্দ্রিক সরকারে সাংগঠনিক সামঞ্জস্যতা থাকে।

গ জাইকোর দেশ জাপানে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা প্রচলিত। যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ৰমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এ সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৰমতার বণ্টন করা হয় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ৰমতা বণ্টনের ভিত্তিতে বিভক্ত সরকারের দুটি ধরনের মধ্যে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা অন্যতম। যেখানে রাষ্ট্রীয় সকল ৰমতা সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। যেমন : জাইকোর দেশে। এ ধরনের সরকারের পৰে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হতে ৰমতা বণ্টন করে দেয়া হয় না। রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভাজিত হলেও তারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বা সহায়ক হিসেবে কাজ করে। তাদের সাংবিধানিক কোনো মর্যাদা থাকে না। তাই, উদ্দীপকে উলিৱখিত দেশ জাপানে এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান, তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়।

ঘ জাপানে প্রচলিত এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিদ্যমান রয়েছে। জাইকো সত্যিই গর্ব করতে পারে। যে শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও আইনসভা সংবিধানের মাধ্যমে অপ্রতিহত ৰমতার অধিকারী হয় তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এককেন্দ্রিক সরকার গঠন ও পরিচালনার ৰেত্রে জাতীয় ঐক্য, সংহতি, মিতব্যয়িতা, সহজ সাংগঠনিক ব্যবস্থা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ কতগুলো বিশেষ গুণ পরিলৰিত হয়। জাইকোর দেশ জাপান জাতীয় ঐক্য ও সংহতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করছে। কেননা এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কর্তৃত্ব ও ৰমতা কেন্দ্রের কুৰিগত হলেও এর সহজ ও সরল প্রকৃতির সাংগঠনিক ব্যবস্থার ফলে সারাদেশে অভিন্ন আইন, নীতি ও পরিকল্পনা বলবৎ করা সম্ভবপর হয়েছে। এই এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় সারাদেশের জন্য একই প্রশাসনিক নীতি, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। ফলে জাপানের সর্বত্র জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা বজায় রয়েছে। এতে কেবল কেন্দ্রে সরকার গঠন করা হয় বলে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়ও কম হয়। এই এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থায় জাপানের ন্যায় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইস্যুতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, জাপানে চলমান এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি বিদ্যমান থাকলেও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই জাইকো সত্যিই গর্ব করতে পারে।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা

কানাডা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি রাষ্ট্র। বিশাল আয়তনের দেশটিতে জনসংখ্যাও অনেক। এত বড় রাষ্ট্রের শাসনকার্য একটি সরকারের পৰে চালানো সম্ভব নয় বিধায় সমগ্র দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্রের ৰমতাও প্রদেশগুলোতে বণ্টন করা হয়। এতে রাষ্ট্র পরিচালনায় সুবিধা হয়। তবে প্রদেশগুলো স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত হওয়ায় মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

ক. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে? ১

খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দেশটিতে কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত সরকারব্যবস্থার ত্রুটি ফুটে উঠেছে– যথার্থতা বিশেৱষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সব নাগরিকের রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। ফলে সকল নাগরিক নিজেদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। আর তাই তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকের দেশ কানাডায় যে সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান সেটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায়, যেখানে একাধিক অঞ্চল বা প্রদেশ মিলে একটি সরকার থাকে। এ ধরনের সরকার ৰমতা বণ্টনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ৰমতার কিছু অংশ প্রদেশ বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে এবং জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিন্যস্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা হলো এমন এক সরকারব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এ ব্যবস্থায় সাংবিধানিকভাবে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৰমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে একই নাগরিককে কেন্দ্রীয় ও স্বীয় প্রাদেশিক সরকারের প্রতি সমভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়, তবুও আঞ্চলিক স্বার্থ রৰার জন্য প্রাদেশিক সরকারের প্রতি অধিক পরিমাণ আনুগত্য প্রকাশ করে। কানাডায়ও এ বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত দেশ কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্দীপকে যে ত্রুটি–বিচ্যুতি ফুটে উঠেছে তা যথার্থ। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা একটি জটিল প্রক্রিয়া। এ যেন সরকারের ভিতর আরেক সরকার, দেশের মধ্যে আরেক দেশ। ফলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ৰমতা বণ্টন, সম্পর্ক নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে জটিলতা দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বা সরকারব্যবস্থায় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে শাসনৰমতা বণ্টিত হওয়ায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশিরভাগ ৰেত্রেই বাধার সৃষ্টি হয় এবং ৰমতা ও কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব সবসময়ই লেগে থাকে। কেন্দ্র ও প্রদেশের আইন ও নীতি বিপরীত হওয়ায় প্রশাসনিক ৰেত্রে ঐক্যের অভাব দেখা যায়। এ ধরনের সরকারব্যবস্থায় প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হওয়ায় প্রদেশসমূহ প্রায়ই বিচ্ছিন্ন হওয়ার হুমকি দিয়ে থাকে, যেটি উদ্দীপকেও স্পষ্টরূপে বর্ণিত রয়েছে। এজন্য সরকারকে অনেক সময় নাজুক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের মতামত না নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না, করলে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে দায়িত্বহীনতা দেখা দিবে এবং এক সরকার আরেক সরকারের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। অবশেষে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেৰিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বেশকিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি আছে। তবুও এ শাসনব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। এ ব্যবস্থায় আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে পৃথিবীময় বৃহত্তর রাষ্ট্র পরিকল্পনার অগ্রদূত হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা

মি. মিলন 'ক' রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার সদস্য। তার কার্যক্রমের জন্য তাকে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিসভার ও দেশের জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তাদের দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কিছু করতে পারে না।

ক. অর্থনীতির ভিত্তিতে চীন কী ধরনের রাষ্ট্র? ১

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা জটিল পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা কেন? ২

গ. মি. মিলনের দেশের সরকারব্যবস্থা কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত সরকারব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত করতে পারে? মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির ভিত্তিতে চীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

খ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা একটি জটিল পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালি জটিল প্রকৃতির। বাইরে থেকে এটি একটি রাষ্ট্র কিন্তু ভেতর থেকে এটি একটি বহুরাষ্ট্র। এ সরকারব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও জটিলতা বিদ্যমান। এখানে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ উভয় আইনের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়।

গ উদ্দীপকে মি. মিলনের দেশের সরকারব্যবস্থা হলো সংসদীয় সরকারব্যবস্থা। সংসদীয় সরকার বলতে সেই শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দেশের শাসন ক্ষমতা মন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকেন, জবাবদিহি করেন। যেমন মি. মিলন তার দেশের মন্ত্রী হিসেবে জবাবদিহি করেন। এ সরকারব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তিনি মন্ত্রিসভা ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা হয় প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কার্যত কিছু করেন না। উদ্দীপকের মি. মিলনের দেশের রাষ্ট্রপতিও তদ্রূপ। সুতরাং মি. মিলনের দেশের সরকারব্যবস্থা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা।

ঘ আমি মনে করি, উক্ত সরকারব্যবস্থা তথা সংসদীয় সরকারব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা একটি উত্তম সরকার ব্যবস্থা। কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থা সকল দোষত্রুটি মুক্ত নয়। এ ধরনের সরকারে শাসন ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে। আর একই দলের সদস্যরাই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন বলে মন্ত্রীগণ উভয় ধরনের ক্ষমতা পেয়ে ব্যাপক স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারেন। আবার সংসদীয় সরকার মূলত দলীয় সরকার। এতে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর সরকারের গঠন ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে দলকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী উভয় দলই চরম দলীয় মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এছাড়া দলীয় সরকার হওয়ায় দলের সদস্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা না করে অনেককে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন– ১৭ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা

'X' সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না। দেশের রাষ্ট্রপতি সর্বেসর্বা। এ ব্যবস্থায় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তবে যেকোনো সংকটময় মুহূর্তে এবং জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এজন্য এটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শাসনব্যবস্থা।

ক. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার কী? ১

খ. রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শাসনব্যবস্থা কেন? ২

গ. 'X' সরকারব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এই সরকারব্যবস্থার কি কোন ত্রুটি আছে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে।

খ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার অপেক্ষাকৃত স্থায়ী শাসনব্যবস্থা। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে যিনি রাষ্ট্রপ্রধান তিনিই প্রকৃত শাসক ও নির্বাহী প্রধান। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তিনি নির্বাচিত হন। এ সময় একমাত্র অভিশংসন ছাড়া তাকে অপসারণ করা যায় না। ফলে শাসন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদি হয় এবং বাস্তবায়নও সম্ভব হয়।

গ 'X' সরকারব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের আইন ও শাসন বিভাগ পৃথক ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি আইনসভার কাছে জবাবদিহি করে না। এতে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীগণকে আইন প্রণয়ন নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হয় না এবং তারা আইন পরিষদের কাছে দায়ীও নন। ফলে তারা প্রশাসনিক বিষয়ে বেশি সময় দিতে পারেন যা প্রশাসনকে দৃঢ় করে তোলে। শাসনবিভাগকে দৃঢ় করে। এ শাসনব্যবস্থায় সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ অর্থাৎ আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ আলাদা থাকে সেই সাথে একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। তাই এতে পৃথকিকরণ ও ভারসাম্যের সুফল পাওয়া যায়। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় আইন ও শাসন বিভাগ স্বাধীন, দৃঢ় এবং জনকল্যাণে নিয়োজিত থেকে পরস্পর সম্পর্ক রক্ষা করে।

ঘ উক্ত সরকারের কিছু ত্রুটি আছে বলে আমি মনে করি। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপতির হাতে সকল ক্ষমতা অর্পিত থাকায় এবং মন্ত্রীগণ তার আজ্ঞাবহ হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছাচারী শাসকে পরিণত হতে পারেন। যেহেতু তিনি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য নন, তাই খামখেয়ালি ও দায়িত্বহীন শাসনেরও সম্ভাবনা থাকে। আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার কারণে পরস্পরের মধ্যে অসহযোগিতা দেখা দিতে পারে। শাসন ও আইন বিভাগের সদস্যগণ একই দলভুক্ত না হলে উভয় বিভাগের মধ্যে বৈরী ভাব দেখা দিতে পারে। সংকটময় মুহূর্তে উভয় বিভাগের মধ্যে সমঝোতা না হলে সংকট আরও ঘনীভূত হতে পারে। রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থায় সংবিধান সহজেই সংশোধন করা যায় না। ফলে শাসনব্যবস্থা হয় অনমনীয় প্রকৃতির। চাইলেও প্রয়োজনীয় বিষয় অনেক সময় পরিবর্তন করা যায় না। আবার রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায় না বলে সহজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয় না। আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা উক্ত ত্রুটিসমূহের কারণেই বিশ্বে ততটা জনপ্রিয় নয়।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

মানিক 'A' রাষ্ট্রের নাগরিক। সে রাষ্ট্রের অনুমোদিত পন্থায় আয় ও ব্যয় করে। ফলে সে অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছে। অন্যদিকে, জ্যাকি 'B' রাষ্ট্রের বাসিন্দা। সে পেশায় ডাক্তার। একটি হাসপাতালে চাকরি করে প্রয়োজন অনুযায়ী বাবা তার খরচ বহন করে। তার কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ নেই।

ক. একটি রাষ্ট্রের গঠন উপাদান কয়টি? ১

খ. রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে মানিকের 'A' রাষ্ট্রের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মানিকের 'A' রাষ্ট্রের সাথে জ্যাকির 'B' রাষ্ট্রের তুলনামূলক ব্যাখ্যা কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি রাষ্ট্রের গঠন উপাদান ৪টি।

খ মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজে বসবাস করতে যেয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্র এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন যেখানে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ও নির্বাচিত সরকার রয়েছে এবং জনগণ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মানুষের দ্বারা পরিচালিত একটি সংঘবদ্ধ, সুসংগঠিত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই হলো রাষ্ট্র।

গ উদ্দীপকে মানিক 'A' রাষ্ট্রের নাগরিক। সে রাষ্ট্রের অনুমোদিত পন্থায় আয় করে ও নিজের ইচ্ছামতো ব্যয় করে। এখন সে অনেক সম্পদের মালিক। এতে বোঝা যায়, 'A' রাষ্ট্রটি একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে সম্পত্তির ওপর নাগিরকদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ৰেত্রে স্বাধীন। উদ্দীপকে মানিকও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বর্তমানে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। রাষ্ট্র তাতে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি।

ঘ উদ্দীপকে মানিকের 'A' রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। কারণ সেখানে পুঁজিবাদের সকল বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবেই রয়েছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জনগণ ইচ্ছামতো সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করতে পারে বলে জনগণের মাঝে কাজ করার স্পৃহা বাড়ে। বৈধ উপায়ে জনসাধারণ যদি সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে তবুও রাষ্ট্র তাকে নিবৃত্ত করে না। যে কারণে সমাজে বৈষম্য বাড়ে এবং বিভিন্ন শ্রেণির সৃষ্টি হয়। ধনী লোকেরা আরও ধনী এবং গরিবরা আরও গরিব হয়। ধনীরা গরিবদের ওপর শোষণ নির্যাতন করে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে জ্যাকির 'B' রাষ্ট্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে সমাজতন্ত্র বিদ্যমান। কেননা সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ কোনো সম্পদের মালিক হতে পারবে না, রাষ্ট্র সকল সম্পদের মালিক। প্রয়োজন মোতাবেক সকলকে সম্পদ বণ্টন করে দেয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা। সমাজতন্ত্রে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। জনগণ সম্পদের মালিক হতে পারে না বলে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা চলে আসে, ফলে জাতীয় উৎপাদন কমে যায়। জনসাধারণ অলস হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যহীন হয়ে পড়ায় রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিশেষে বলা যায় যে, মানিকের 'A' পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও জ্যাকির 'B' রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

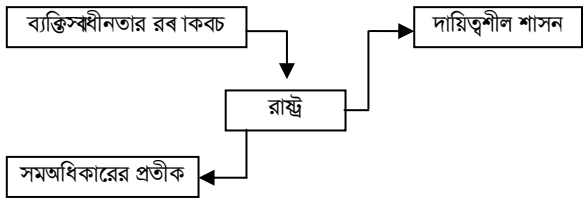

ক. যুক্তরাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর ২

গ. ছকটিতে রাষ্ট্রের কোন ধরনের শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে? এর স্বরূ প উপস্থাপন কর। ৩

ঘ. 'জনগণের কল্যাণই উক্ত শাসনব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য' তুমি কি একমত? যুক্তি দেখাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে।

খ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করে খাদ্য, বস্ত্র, শিৰা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। রাস্তাঘাট, সরাইখানা, এতিমখানা ইত্যাদিসহ খাদ্যে ভর্তুকি প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বেকার ভাতা, অবসরকালীন ভাতা প্রদান করে থাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। বর্তমান বিশ্বে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এধরনের রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক কল্যাণে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ ছকের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেৱষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, এটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে জনপ্রিয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারে। সরকারের সমালোচনা করতে পারে। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। নাগরিকের অধিকার রৰা হয়। ছকে–এ বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশিত হয়েছে। দায়িত্বশীল এ ব্যবস্থায় শাসকগণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের নিকট দায়ী থাকে। তারা পরবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য জনস্বার্থমূলক কাজ করার চেষ্টা করে। ফলে দেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ছকে উলিৱখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর নিরিখে আরও বলা যায়, সাম্য ও সমঅধিকারের প্রতীক গণতন্ত্রে সবাই সমান। এতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সবাই সমান সুযোগ বা অধিকার ভোগ করে এবং সবাই সমানভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ঘ ছকে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়েছে। গণতন্ত্র হলো জনগণের ইচ্ছায় জনগণের কল্যাণার্থে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। জনগণই গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি। জনগণের ইচ্ছাতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। সমগ্র প্রশাসনব্যবস্থা জনগণ প্রত্যৰভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ শাসনব্যবস্থা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনমতকে এ রাষ্ট্রের রৰাকর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণতন্ত্র যেহেতু জনকল্যাণমূলক সেহেতু এর ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য সবসময় চিন্তাভাবনা করে আইন প্রণয়ন করে থাকে। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা

সর্ববেত্রে জনগণের উন্নতিকে প্রাধান্য দিয়ে কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা যায় এজন্য সকলের মতামতকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতরাং বলা যায় যে, জনগণের কল্যাণ সাধন করাই গণতন্ত্রের মূল লৰ্য এবং উদ্দেশ্য।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা

'A' রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় জনগণ পরোৰভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সরকার গঠনে জনগণ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে রাষ্ট্র 'B' চলে রাষ্ট্রের প্রধানের নিয়মনীতি মেনে। তিনিই রাষ্ট্রের সর্বময় ৰমতার অধিকারী। এতে মনে করা হয় সবকিছুই রাষ্ট্রের জন্য, এর বিরবদ্ধে কিছু নয়।

ক. রাষ্ট্র গঠনের ৪টি উপাদান কী কী? ১

খ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'A' রাষ্ট্রটি জনগণের জন্য কল্যাণকর কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য, এর বিরবদ্ধে কিছু নয়– উদ্দীপকের এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদান হলো– জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব।

খ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায়, যা ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করে না। এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিপরীত। যেমন : চীন ও কিউবা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২১ ▸▸ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রবটি ও গণতন্ত্র সফল করার উপায় ও গণতান্ত্রিক আচরণ

গণতন্ত্রের গুরবত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'সবুজ তরবণ সংঘ' ক্লাবের সভাপতি বললেন, ক্লাবের উন্নতির জন্য অবশ্যই গণতন্ত্র দরকার। তবে এ কথাও সত্য যে গণতন্ত্র ব্যবস্থায় ত্রবটিও বিদ্যমান। যেমন : এতে প্রতিভা বা যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার ওপর গুরবত্ব দেওয়া হয়। তবে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে সকলকে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে হবে। তবেই গণতন্ত্র বয়ে আনবে কল্যাণ।

ক. গণতন্ত্র কী? ১

খ. একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে গণতন্ত্রের যে ত্রবটি ধরা পড়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. তরবণ সংঘের সভাপতি যে বিষয়টি প্রতিষ্ঠার গুরবত্ব তুলে ধরলেন সেটি সফলতার ৰেত্রে পদৰেপগুলো বিশেৱষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণতন্ত্র হলো জনগণ দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।

খ একনায়কতন্ত্র এক ধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনৰমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত না থেকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে ন্যস্ত থাকে। এতে নেতাই দলের সর্বময় ৰমতার অধিকারী। এ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমগুলো (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি) নেতা ও তার দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে মনে করা হয়, সবকিছুই রাষ্ট্রের জন্য। এর বাইরে বা বিরবদ্ধে কিছুই নেই।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রবটিগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ গণতন্ত্র সফল করার উপায় ও গণতান্ত্রিক আচরণ বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ সংসদীয় সরকারব্যবস্থা

ফেরদৌস হাসান 'X' দেশের একজন নাগরিক। তার দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচন শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভকারী দল সরকার গঠন করে। এই দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। তার মন্ত্রিসভা প্রকৃত শাসন ৰমতার অধিকারী। তাদের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

ক. আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার কত প্রকার? ১

খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ফেরদৌস হাসানের দেশে কী ধরনের সরকারব্যবস্থা চালু আছে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উক্ত সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য কতটুকু উপযোগী? বিশেৱষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকার ২ প্রকার।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে, তাকেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা হয়।

এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনা খরচে শিৰা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সচ্ছলদের উপর বেশি কর ধার্য করে গরিব ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ রৰার জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করে তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। সমবায় সমিতি গঠন ও শ্রমিককল্যাণ সমিতি গঠন করে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরৰণের ব্যবস্থা করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সংসদীয় সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ সংসদীয় সরকারের গুণ ও ত্রবটিগুলো বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা

রবিউল এবং জর্জ অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তারা উভয়ে নিজ নিজ দেশ সম্পর্কে আলোচনা করে। রবিউল জানায়, তার রাষ্ট্রে জনগণ সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে, জর্জ বলে তার রাষ্ট্রের জনগণের কোনো ৰমতা নেই। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বময় ৰমতার অধিকারী। এ কথা শুনে রবিউল বলে, 'আমাদের দেশে জনগণই সকল ৰমতার উৎস।'

ক. কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না? ১

খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণসন্তোষ দেখা দেওয়ার একটি কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনুচ্ছেদের জর্জ এর দেশে কোন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অনুচ্ছেদের রবিউলের শেষোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হয় না।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণঅসন্তোষ দেখা দেওয়ার একটি কারণ হলো দলীয় শাসনব্যবস্থা। এ জাতীয় শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল সরকার গঠন করে থাকে। ফলে নির্বাচিত দল সবসময় নিজের দলের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। তখন রাষ্ট্রে গণঅসন্তোষ দেখা যায়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ২৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা

আমাদের প্রতিবেশী 'ক' নামক দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। আয়তনে দেশটি যেমন বিশাল তেমনি জনসংখ্যাও ১২০ কোটির মতো। এই বিশাল দেশের সুষ্ঠু শাসনকার্যের জন্য দেশটিকে ২৯টি অঙ্গরাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে। অঙ্গরাজ্যগুলো নিজস্ব প্রাদেশিক সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়।

ক. হিটলার কোন ধরনের মনোভাব পোষণ করে সারা পৃথিবীতে ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন? ১

খ. 'এককেন্দ্রিক সরকার বড় রাষ্ট্র পরিচালনার অনুপযোগী'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনুচ্ছেদের 'ক' নামক দেশটির রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতার লোভ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করে হিটলার সারা পৃথিবীতে ধ্বংস ডেকে এনেছিলেন।

খ বড় ধরনের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এককেন্দ্রিক সরকার সুবিধাজনক নয়। কেননা বড় রাষ্ট্রে এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমবেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্যগুলো একত্রিত করে সবকিছু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একা সামাল দেওয়া অসম্ভব। এছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সরকারের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়ে। এ কারণে অঞ্চলগুলোর বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

ঘ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ গণতন্ত্রের বাহন কোনটি?
উত্তর : নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের বাহন।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বর্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কোনটি?
উত্তর : বর্তমান শাসনব্যবস্থার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো গণতন্ত্র।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ রাষ্ট্র কী?
উত্তর : রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান কোনটি?
উত্তর : রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান হলো সরকার।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কী?
উত্তর : যে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে জনগণের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে তাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কয় প্রকার?
উত্তর : ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ২ প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কী?
উত্তর : যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পত্তিতে জনগণের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত নয় তাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ রাজতন্ত্র কী?
উত্তর : যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ক্ষমতা লাভ করে তাকে রাজতন্ত্র বলে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কী?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হলো এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে একাধিক রাষ্ট্র ও প্রদেশ মিলিত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র কী?
উত্তর : যে রাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ কোনটি গণতন্ত্রের বিরোধী ব্যবস্থা?
উত্তর : একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিরোধী ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ একনায়কতন্ত্রের অর্থ কী?
উত্তর : একনায়কতন্ত্র অর্থ হলো একদেশ, একজাতি, একনেতা।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কোন ধরনের শাসনব্যবস্থায় নেতাই সর্বেসর্বা?
উত্তর : একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নেতাই সর্বেসর্বা।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ অস্ট্রেলিয়ায় কোন ধরনের সরকার বিদ্যমান?
উত্তর : অস্ট্রেলিয়ায় সংসদীয় সরকার বিদ্যমান।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ ভারতে কোন ধরনের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান?
উত্তর : ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ পার্লামেন্টারি সরকার নামে পরিচিত কোনটি?
উত্তর : সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পার্লামেন্টারি সরকার নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ কোন ব্যবস্থায় আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী?
উত্তর : সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ কোন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার হাতে ক্ষমতা বিদ্যমান?
উত্তর : সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার হাতে ক্ষমতা থাকে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় কোন সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান?
উত্তর : ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বিদ্যমান।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ কোন সরকার ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন বিদ্যমান?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসন বিদ্যমান।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ বড় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উপযোগী সরকারব্যবস্থা কোনটি?

উত্তর : বড় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উপযোগী হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থা।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ ছোট রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা কোনটি?

উত্তর : এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা ছোট রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ শ্রীলঙ্কায় কোন ধরনের সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান?

উত্তর : শ্রীলঙ্কায় এককেন্দ্রিক সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কী?

উত্তর : যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে তাকেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন করে?

উত্তর : জনগণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন করে।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তবায়নকারী কে?

উত্তর : সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তবায়নকারী সরকার।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার কয় প্রকার?

উত্তর : সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার দুই প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ আইন ও শাসন বিভাগের ওপর ভিত্তি করে সরকার কত প্রকার?

উত্তর : আইন ও শাসন বিভাগের ওপর ভিত্তি করে সরকার ২ প্রকার।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ মুসোলিনী কোন দেশের একনায়ক ছিলেন?

উত্তর : মুসোলিনী ইতালির একনায়ক ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ হিটলার কোন দেশের একনায়ক ছিলেন?

উত্তর : হিটলার জার্মানির একনায়ক ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসনভার কার ওপর ন্যস্ত থাকে?

উত্তর : সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় শাসনভার মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত থাকে।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মন্ত্রিসভা কার নিকট দায়ী থাকে?

উত্তর : রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকে।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য :

১. রাষ্ট্র গঠিত হয় চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে। যেমন : জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। সরকার রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে একটি মাত্র।
২. রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। সরকার রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ।
৩. রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। এর কোনো পরিবর্তন নেই। সরকার একটি অস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা।
৪. রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা বাস্তবায়নকারী।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদি রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করা হয় না। এতে উৎপাদনের উপকরণগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারি তার পাঁচটি উদাহরণ দাও।

উত্তর :

১. আমাদের পরমতসহিষ্ণু হতে হবে, অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে হবে।
২. ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থপরতা পরিহার করে দেশের মঙ্গলকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হবে।
৩. নিজের অধিকার আদায়ের পাশাপাশি সচেতন থাকতে হবে। নিজের অধিকার আদায় যেন অন্যের অধিকার ভঙ্গের কারণ না হয়।
৪. বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং দলের মধ্যে সম্প্রীতি, সহযোগিতা ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে।
৫. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ একনায়কতান্ত্রিক সরকার কেন কাম্য নয়? পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর : একনায়কতান্ত্রিক সরকার কাম্য নয়। কারণ একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রবিরোধী, এটি ব্যক্তি স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না। এটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করে, ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এতে ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার সুযোগ নেই। এ শাসনব্যবস্থা একক নেতার নেতৃত্বে চলে, বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে না। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। সর্বদা বিপ্লবের ভয় থাকে। একনায়কতন্ত্রে উগ্র জাতীয়তাবোধ ধারণ ও লালন করা হয়। এ ধরনের মনোভাব আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে কী বোঝ?

উত্তর : পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলতে বোঝায় যেখানে জনগণের মালিকানা সম্পত্তির ওপর আরোপ করা হয়। এ সরকারব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ (ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে। এর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন ও সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : একনায়কতন্ত্র একধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। এতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে না, থাকে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক বা দল বা শ্রেণির হাতে। এ ব্যবস্থায় গণমাধ্যমগুলো (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি) নেতা ও তার দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে মনে করা হয়, সবকিছুই রাষ্ট্রের জন্য। এর বাইরে বা বিরুদ্ধে কিছুই নয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ একনায়কতন্ত্রকে চরম স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : একনায়কতন্ত্র একধরনের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা। কারণ, একনায়ককে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। তার কথাই আইন। এতে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগ নেই। এ ব্যবস্থা নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করে বলে একে স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কী? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা সমাজের সকল সদস্য তথা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে। এটি এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে শাসনকাজে জনগণের সকলে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সকলে মিলে সরকার গঠন করে। এটি জনগণের অংশগ্রহণে, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালিত একটি শাসনব্যবস্থা। এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ইত্যাদিসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ যুক্তরাষ্ট্র বলতে কী বোঝ? বুঝিয়ে বল।

উত্তর : এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন কাজের সুবিধার জন্য সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে একটি বড় রাষ্ট্র গঠন করে বলে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকার সম্পদ আহরণ করে একটি বৃহৎ অর্থনীতি গঠনপূর্বক রাষ্ট্রকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও একটি যুক্তরাষ্ট্র।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর : যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে তাকেই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে, বেকার ভাতা প্রদান করে, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। সচ্ছলদের ওপর উচ্চহারে এবং অসচ্ছলদের ওপর কম কর ধার্য করে গরিব ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করে তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। সমবায় সমিতি গঠন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন করে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ এককেন্দ্রিক সরকার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : যে শাসনব্যবস্থায় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং কেন্দ্র থেকে দেশের শাসন পরিচালিত হয়, তাকে এককেন্দ্রিক সরকার বলে। এতে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় না। এ সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ বা প্রশাসনিক অঞ্চল থাকতে পারে। বাংলাদেশ, জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত আছে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ সংসদীয় সরকার বলতে কী বোঝ?

উত্তর : যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইন বিভাগের ওপর নির্ভরশীল, তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বলে। এতে মন্ত্রিসভার হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিগণ সাধারণত আইন পরিষদ বা সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত হয়। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, কানাডা প্রভৃতি দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ অতি দলীয় মনোভাব সম্পর্কে কী জান লেখ।

উত্তর : সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় দলীয় মনোভাব বেশি পরিমাণে বিরাজ করে। কারণ এতে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর সরকারের গঠন ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে দলকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়ায় দলের সদস্যদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা না করে অনেককে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা জাতীয় স্বার্থকে ব্যাহত করে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে সেই সরকারকে বোঝায় যেখানে শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের কাছে দায়ী থাকে না। রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রচলিত রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ আইন বিভাগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : আইনসভা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এটি রাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। এটি সরকারের নীতিনির্ধারক যন্ত্র ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আইন সংস্থা। সরকারের যে বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এবং প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করে তাকে আইন বিভাগ বলে। বিভিন্ন দেশের আইনসভার নাম ভিন্ন। যেমন : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস, ব্রিটেনের পার্লামেন্ট, ভারতের লোকসভা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ রাষ্ট্র গঠনে সরকার অপরিহার্য কেন?

উত্তর : রাষ্ট্র গঠনের তৃতীয় উপাদান হচ্ছে সরকার বা শাসন সংগঠন। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র সব কাজ সম্পন্ন করে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাজনৈতিক সংগঠন অপরিহার্য এবং সরকারই সে রাজনৈতিক সংগঠন। জনগণ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। সরকারই রাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব নেই। অনেকে রাষ্ট্র ও সরকারকে একই অর্থে ব্যবহার করতে চাইলে এ দুটির মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ও বিরাট ধারণা। কিন্তু সরকার একটি বাস্তব ধারণা। এটি রাষ্ট্র গঠনের উপাদানমাত্র। সরকার না থাকলে রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। অপরদিকে, রাষ্ট্র না থাকলে সরকার অস্তিত্বহীন।